ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-298 ■ 7 August, 2025 ■ আগরতলা ৭ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ২১ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাশিয়ান তেল কেনা নিয়ে কড়া বার্তা, বন্ধু ট্রাম্পের মারাত্মক কোপ

ভারতের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ

ওয়াশিংটন, ৬ আগস্ট ।। হুমকি দিয়েছিলেন, ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভারতের উপর শুল্ক আরো বাড়তে পারে। থেমে না থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাহী আদেশে ভারতের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেই দিলেন। রাশিয়ার কাছ থেকে তেল আমদানি চালিয়ে যাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

এই আদেশে বলা হয়েছে, ভারতের দ্বারা সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে রাশিয়ান ফেডারেশনের তেল আমদানি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা এবং বৈদেশিক নীতির জন্য একটি “অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমী হুমকি” তৈরি করেছে। তাই জাতীয় জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে ট্রাম্প এই শুল্ক আরোপের নির্দেশ দিয়েছেন। নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে, ২১ দিনের মধ্যে কার্যকর হবে এই অতিরিক্ত শুল্ক। তবে, শুধুমাত্র সেই সব পণ্য ছাড় পাবে যা আদেশ কার্যকর হওয়ার আগে জাহাজে উঠেছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাবে। এই শুল্ক বর্তমান অন্য সকল শুল্ক ও করের অতিরিক্ত হিসেবে আরোপিত হবে। তবে কিছু নির্দিষ্ট পণ্য ও দেশের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকবে। ট্রাম্পের ভাষ্য অনুযায়ী, ভারত সরাসরি বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে রাশিয়ান তেল কিনছে। এই তেলের উৎস যদি রাশিয়া হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক নীতিমালার আওতায় পড়ে, তা হলে তা আমদানির উপর অতিরিক্ত শুল্ক প্রযোজ্য হবে।

এই আদেশে আরও বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সচিব, পররাষ্ট্র সচিব ও অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা একযোগে বিশ্লেষণ করবেন কোন কোন দেশ রাশিয়ান তেল আমদানি করছে। তাঁদের সুপারিশের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশের উপরও একই ধরনের শুল্ক আরোপ করা হতে পারে।

আদেশে বলা হয়েছে, কোনো দেশ যদি পাল্টা ব্যবস্থা নেয়, তাহলে ট্রাম্প এই আদেশ পরিবর্তন বা কঠোর করার অধিকার রাখেন। যদি রাশিয়া বা অন্য কোনো দেশ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয় যা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা ও বাণিজ্য নীতিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলেও আদেশ পরিবর্তন করা হতে পারে।

প্রসঙ্গত, এই সিদ্ধান্তকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও কূটনৈতিক মহলে একটি কঠোর ও সংঘর্ষমূলক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভারত এই শুল্কের বিরুদ্ধে কেমন প্রতিক্রিয়া জানাবে তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে এটি দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

অতিভারী বৃষ্টিপাতের লাল সতর্কতা জারি

বিহার-উত্তরপ্রদেশসহ বহু রাজ্যে বন্যার আশঙ্কা

কলকাতা, ৬ আগস্ট ।। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে। কেরালা এবং তামিলনাড়ুর ঘাট অঞ্চলের জন্য আগামী দুই দিনের জন্য জারি হয়েছে লাল সতর্কতা। একাধিক রাজ্যে বৃষ্টির তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় বন্যা এবং ভূমিধসের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা।

আইএমডি জানিয়েছে, দক্ষিণ ভারতের কেরালা এবং তামিলনাড়ুর পার্বত্য অঞ্চলে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় অতিভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। লাল সতর্কতা জারি করে রাজ্য প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। সম্ভাব্য ভূমিধস এবং নদীর জলস্তর বৃদ্ধির কারণে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা প্রবল।

বিশেষ করে বিহারে পরিস্থিতি সবচেয়ে জটিল আকার নিচ্ছে। আইএমডি জানিয়েছে, রাজ্যের পশ্চিম চম্পারণ, পূর্ব চম্পারণ, শেওহার, গোপালগঞ্জ এবং সিওয়ান জেলায় টানা পাঁচদিন ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাত হবে। ওইসব জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি গতিবেগে ঝড়ো হাওয়া এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।

গণ্ডক, কোসি, মহানন্দা এবং আধওয়ারা নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। ফলে বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা জোরালো। জেলা প্রশাসনকে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে এবং ত্রাণ ও উদ্ধারকারী দল মোতায়েনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে আগামীকাল বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, রায়ালসীমা ও কর্ণাটকের দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ এলাকাতেও বৃষ্টির তীব্রতা বাড়বে।

উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশে ইতিমধ্যেই একাধিক জায়গায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। আগামী দিনে পাহাড়ি রাস্তাগুলি বন্ধ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভয়ঙ্কর ঘটনা মেলাঘরে

ডাকাতদের হাতে খুন বৃদ্ধ, স্ত্রী পাঞ্জা লড়ছেন মৃত্যুর সাথে, গ্রেফতার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগষ্ট।। তথাকথিত রাজ্যে সুশাসন যুগে, ফের একবার ডাকাতির মত নৃশংস ঘটনা ঘটলো রাজ্যের প্রান্তিক শহর সোনামুড়া মহকুমায়। শুধু ডাকাতিই নয় বাড়ির মালিককে প্রাণে মেরে ফেলল ডাকাত দল। ইতিমধ্যে সোনামুড়া থানার পুলিশ এই ডাকাতি কাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনজনকে জোর জিজ্ঞাসাবাদের পরেই বেরিয়ে আসতে পারে বাকি ডাকাত দলের অন্যান্য সদস্যদের নাম পরিচয়, বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গতকাল রাতে মেলাঘর কলমখেত গ্রামতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রী দুর্গা সংঘ এলাকার বাসিন্দা শান্তি রঞ্জন দাসের বাড়িতে ডাকাত দল হানা দিয়েছে। প্রায় ১২ জনের ডাকাতের দল রাতের অন্ধকারে ঘরে প্রবেশ করে ঘরের বৃদ্ধ মালিক হাত পা বেঁধে মেরে ফেলে এবং তাঁর স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে রক্তাক্ত করে ডাকাতের দল পালিয়ে যায়।

আজ সকালে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছে সোনামুড়া থানার পুলিশ, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ওই দুই বৃদ্ধ দম্পতি বাড়িতে একাই থাকতেন। তাঁদোট তিন ছেলে একজন টিএসআরএ কর্মরত আর বাকি দুই ছেলে ব্যবসার কাজে আগরতলাতেই থাকেন। তারা একাই থাকতেন ওই বাড়িতে। ডাকাত দল ঘরে প্রবেশ করে বৃদ্ধা মহিলার কানের এবং গলা স্বর্ণালংকার ছিনতাই করার চেষ্টা করলে বৃদ্ধা এবং তার স্বামী আপ্রাণ চেষ্টা করেন তা যেন ছিনিয়ে না নিতে পারে। তারপর ওই ডাকাত দলের সঙ্গীরা ওই বৃদ্ধ লোকটিকে হাত পা বেঁধে মেরে ফেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বেধড়ক আঘাত করেন।

ইতিমধ্যেই নমিতা দাস নামে ওই বৃদ্ধ মহিলাকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিনের এই ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকা জুড়ে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়েছি মানুষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। তবে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে ইতিমধ্যে সোনামুড়া থানার পুলিশ এই ডাকাতি কাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে সোনামুড়া থানাধীন কাঠালিয়া মুড়া থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আটক করায় তিনজনকে জোর জিজ্ঞাসাবাদের পরেই বেরিয়ে আসতে পারে বাকি ডাকাত দলের অন্যান্য সদস্যদের নাম পরিচয় ।

এদিকে, আজ খবর পেয়ে নিহতদের বাড়িতে যান প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এদিন তিনি নিহতের পরিবাবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন।

এক সাক্ষাৎকারে প্রতিমা ভৌমিক বলেন এই ধরনের ঘটনা সমাজের জন্য নিন্দনীয়। এসমস্ত নিন্দনীয় কাজ থেকে সবাইকে বিরত থাকবে হবে। দোষীদের পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, অতিসত্বর অভিযুক্তদের সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

মিহিরের পরিবারকে ৬ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বরখাস্ত তেলিয়ামুড়ার এসডিএম খোয়াইয়ের জেলাশাসককে শো-কজ

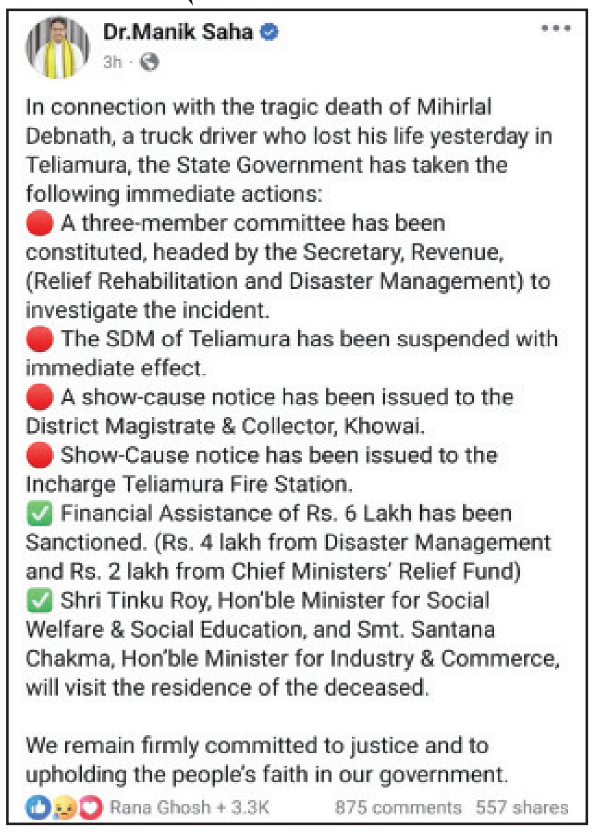

Dr.Manik Saha
3h

In connection with the tragic death of Mihirlal Debnath, a truck driver who lost his life yesterday in Teliamura, the State Government has taken the following immediate actions:

🔴 A three-member committee has been constituted, headed by the Secretary, Revenue, (Relief Rehabilitation and Disaster Management) to investigate the incident.

🔴 The SDM of Teliamura has been suspended with immediate effect.

🔴 A show-cause notice has been issued to the District Magistrate & Collector, Khowai.

🔴 Show-Cause notice has been issued to the Incharge Teliamura Fire Station.

✅ Financial Assistance of Rs. 6 Lakh has been Sanctioned. (Rs. 4 lakh from Disaster Management and Rs. 2 lakh from Chief Ministers' Relief Fund)

✅ Shri Tinku Roy, Hon'ble Minister for Social Welfare & Social Education, and Smt. Santana Chakma, Hon'ble Minister for Industry & Commerce, will visit the residence of the deceased.

We remain firmly committed to justice and to upholding the people's faith in our government.

Rana Ghosh + 3.3K 875 comments 557 shares

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়ায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো মিহিরলাল দেবনাথের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। মোট ছয় লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষনা করা হয়েছে। যার মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা থেকে ৪ লক্ষ টাকা এবং মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই।

এছাড়াও ঘটনাটির তদন্তের জন্য, রাজস্ব সচিব (ত্রাণ পুনর্বাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা) এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবেন। তৎসঙ্গে তেলিয়ামুড়ার এসডিএমকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। খোয়াইয়ের জেলাশাসক ও সমাহর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ ও সামাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা মৃত ব্যক্তির বাসভবন পরিদর্শন করবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মিহির লাল দেবনাথ এর মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোন ধরনের আপোষ করা হবে না। তত সময় পর্যন্ত সরকারের উপর ভরসা রাখার আহবান করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ নিজ সামাজিক মাধ্যমে এই খবর জানিয়েছেন তিনি।

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ সোনামুড়া - আগরতলা বাস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। মঙ্গলবার রাতে বিশ্রামগঞ্জ মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় এক যাত্রীবাহী বাসে যুবতীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে মারধর এবং ভাঙচুরের ঘটনার জেরে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বাস চালকরা। বুধবার সকাল থেকে সোনামুড়া -আগরতলা বাস পরিষেবা বন্ধ রেখেছে তারা।

গাড়ি চালকদের অভিযোগ, যুবতীর সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তা নিন্দনীয়। তবে তাকে কেন্দ্র করে বাস চালক এবং গোটা বাসের যাত্রীদের উপর যেভাবে ভাঙচুর চালানো হয়েছে তা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশ চালক এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই গাড়ি ছেড়েও স্ট্যান্ডের আরো অন্যান্য গাড়ির উপরও ভাঙচুর করা হয়েছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তারা। যারা অপরাধ ছাড়াই গাড়ির চালক এবং গাড়ির যাত্রীদের হেনস্তা করেছে তাদেরকে আটক করার দাবি জানিয়েছেন গাড়িচালকরা। তাই অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষেবা বন্ধ রাখবেন বলে জানিয়েছেন শ্রমিকেরা।

এদিকে গতকাল রাতে, বিশ্রামগঞ্জ স্ট্যান্ডে থাকা একটি তীর্থ ভ্রমণের বাসে ভাঙচুর চালিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা। বাসটি প্রায় সময় এ স্ট্যান্ডে দাঁড় করানো থাকে বলে জানিয়েছেন বাসের মালিক। এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়ে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন তিনি। পাশাপাশি গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকার উপর প্রশ্ন তুলেছেন শ্রমিকরা।

উল্লেখ্য, আগরতলা থেকে বিশ্রামগঞ্জ যাওয়ার পথে যাত্রীবাহী বাস গাড়িতে রাতে যুবতীর সাথে অবর্ণনীয় অসভ্যতাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্রামগঞ্জে। উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তকে না পেয়ে গাড়িটি ভাঙচুর করে। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও গাড়ির চালক এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ।

ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশ

মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এমবিবি কলেজ লেক উদ্বোধন স্থগিত রাখা হোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগষ্ট।। ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন (টিএইচআরসি) সুপারিশ করেছে, স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় পুনর্নির্মিত এমবিবি কলেজ লেক প্রকল্পের উদ্বোধন আপাতত স্থগিত রাখা হোক। কারণ, এ নিয়ে একটি মামলা কমিশনের বিবেচনাধীন রয়েছে। এই সুপারিশ এসেছে ‘এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার কনজারভেশন ফোরাম’-এর দায়েরকৃত একটি নতুন আবেদন (মামলা নম্বর ৯৮/২০২৫)-এর পরিপ্রেক্ষিতে। ওই আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ৫ আগস্ট একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেড আগামী ১৫ আগস্ট এমবিবি কলেজ টিলা লেক প্রকল্পের উদ্বোধনের দিন নির্ধারণ করেছে।

ফোরাম উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছে, চলমান মামলার চূড়ান্ত রায়ের আগে যদি উদ্বোধন করা হয়, তবে তা হবে “এক প্রকার নিষ্পত্তি”, যা অভিযোগের মূল উদ্দেশ্য এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করবে।

কমিশন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে, চলমান মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এমবিবি কলেজ লেক প্রকল্পের উদ্বোধন এই মুহূর্তে মামলা ও বিচার প্রক্রিয়ার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই প্রেক্ষিতে কমিশন সুপারিশ করেছে, যতক্ষণ না মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে বা কমিশনের পক্ষ থেকে নতুন কোনো নির্দেশ না আসছে, ততদিন প্রকল্প উদ্বোধন বা সংশ্লিষ্ট কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এই নির্দেশ নগরোন্নয়ন দফতর, ভূমি ও ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কর্তব্য ভবন দেশকে উৎসর্গ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ আগষ্ট ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ কর্তব্য ভবন দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। এটিকে জনসেবার প্রতি অটল সংকল্প এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার প্রতীক বলে অভিহিত করেছেন তিনি।

সামাজিক মাধ্যম এক্স এ তিনি বলেন, কর্তব্য ভবন কেবল নীতি ও পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নে সহায়তা করবে না বরং দেশের উন্নয়নে নতুন গতিও যোগাবে। শ্রী মোদী বলেন, কর্তব্য ভবন একটি উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার আমাদের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। আজ, দেশ আমাদের শ্রমযোগীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দৃঢ় সংকল্প প্রত্যক্ষ করেছে যারা এটিকে রূপ দিয়েছেন। তিনি তাদের সাথে আলাপচারিতায় আনন্দও প্রকাশ করেছেন। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

মিহিরের মর্মান্তিক মৃত্যু সিপিএমের মৌন মিছিল

সুষ্ঠ বিচারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ চালক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগষ্ট।। তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাটে দশদা কাঞ্চনপুর এলাকার লরিচালক মিহির লাল দেবনাথের সিমেন্ট বোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়। দীর্ঘ পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা জীবনের অন্তিম লগ্নে দাঁড়িয়ে লড়াই করে জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে মৃত্যু হয় তার। এই ঘটনায় প্রশাসনিক ব্যর্থতার নগ্নচিত্র ফুটে উঠেছে সম্পূর্ণভাবে। এরই প্রতিবাদে এবং প্রশাসনের ব্যর্থতাকে দায়ী করে সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে কালো ব্যাচ ধারণ করে এক মৌন মিছিল সংঘটিত হয় তেলিয়ামুড়া শহরে। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এই মিছিলটি। এদিনের এই মিছিল থেকে মিহিরের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন প্রত্যেকে।

অন্যদিকে, অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে চাকমাঘাটে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। মূলত তাদের দাবি ছিল, লরির চালক মিহির লাল দেবনাথের মৃত্যুর ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত। দীর্ঘক্ষণ তারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। পরবর্তীতে, প্রশাসনিক আশ্বাসে প্রায় দুই ঘন্টা পর মুক্ত হয় জাতীয় সড়ক। তবে লরির চালক মিহির লাল দেবনাথের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা তেলিয়ামুড়া মহকুমায়।

বৃক্ষরোপণই বিশ্ব উষ্ণায়নের ওষুধ ঃ কৃষিমন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগষ্ট।। পরিবেশ রক্ষায় ও বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে সকলকে একত্রিত হয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানালেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি আজ মোহনপুর পুর পরিষদ ও চিন্ময় হরিহর স্কুলের যৌথ উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ’এক পেড় মা কে নাম’ অভিযানের অংশ হিসেবে আয়োজিত এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

মন্ত্রী বলেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং একটি জ্বরের মতো যা থেকে পৃথিবী কষ্ট পাচ্ছে। এই জ্বরের ওষুধ হলো বৃক্ষরোপণ। তাই প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণের আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের সবাইকে একসাথে এসে এই কর্মসূচিকে সফল করতে হবে।

তিনি আরও বলেন যখন আমরা চারদিকে তাকাই, দেখি জনসংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু গাছের সংখ্যা কমে গেছে। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। যেমন, আজ দিল্লির পরিবেশ অত্যন্ত দূষিত। তাই, সব নাগরিকের দায়িত্ব পরিবেশকে সবুজ করে তোলা ও সুস্থ জীবন নিশ্চিত ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৭ আগস্ট, ২০২৫ ইং
২১ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিপাকে অনিল আম্বানি

দেশের অর্থ তছরূপ করিবার অভিযোগ বারবার উঠিয়া আসিতেছে বিভিন্ন পুঁজিপতি সংস্থার বিরুদ্ধে। ইহা দেশ ও দেশবাসীর কাছে খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তদন্তকারী সংস্থা ই ডি এইসব তছরূপকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে।

রীতিমতো বিপাকে পড়িয়াছেন অনিল আম্বানি। রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করিল ইডি। অর্থাৎ আপাতত দেশ ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না তিনি। শুক্রবারই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক অফিস এবং অন্যান্য স্থানে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। তল্লাশি চলাকালীন অনিলকেও তলব করা হয় নয়াদিল্লির ইডি সদর দপ্তরে। এরপর বিকেলেই রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করিল ইডি।আর্থিক তছরুপের তদন্ত চলিতেছে রিলায়্যান্স গ্রুপের প্রোমোটিং ডিরেক্টর অনিলের বিরুদ্ধে। অন্তত ১৭ হাজার কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ রহিয়াছে তাঁহার নামে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গত সপ্তাহেই তাঁহার ৫০টি সংস্থায় তল্লাশি চালাল ইডি। বৃহস্পতিবার দিল্লি এবং মুম্বইয়ের ৩৫টি জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় অন্তত ২৫ জনকে। সূত্র মারফত জানা যায়, সিবিআইয়ের দায়ের করা দু'টি এফআইআরের ভিত্তিতেই অনিলের নানা সংস্থায় হানা দিয়াছে ইডি। শুক্রবার কলকাতা এবং ভুবনেশ্বরের বেশ কয়েকটি দপ্তরেও ইডি তল্লাশি শুরু হয়।রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস এবং তার প্রোমোটিং ডিরেক্টরকে 'ফ্রড' হিসাবে উল্লেখ করিয়াছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। গত সপ্তাহে সংসদে কেন্দ্র জানায়, এবার সিবিআইয়ের কাছে অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিতেছে দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। অনিল আম্বানির সংস্থা আগেই নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। সম্পত্তি বেচে পাওনাদারদের দেনা মেটানোর চেষ্টাও করিয়াছেন রিলায়েন্সের কর্ণধার। কিন্তু তাহাতেও সমস্যা কমিতেছে না অনিলের।

এর আগে ২০২৩ সালে ইডি তলব করিয়াছিল অনিলকে। দীর্ঘ জেরার মুখে পড়িতে হইয়াছিল তাঁহাকে। এর আগে ২০২০ সালেও একবার অনিল আম্বানিকে তলব করিয়াছিল ইডি। ইয়েস ব্যাংকের ঋণ মামলায় তাঁহার নাম জড়াইয়াছিল। পরে সেই অভিযোগে গ্রেপ্তার হন ব্যাংকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রানা কাপুর। এবার অনিলের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করিল ইডি। তাহাতে রীতিমতো বিপাকে পড়িয়াছেন অনিল আম্বানী।

মিজোরামের বনাঞ্চলে নতুন সাপের প্রজাতি আবিষ্কৃত

ইম্ফাল, ৬ আগস্ট : মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষক দলের মাধ্যমে, সহায়ক পৃথিবী নামক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংস্থার সহযোগিতায়, মিজোরামের সমৃদ্ধ ট্রপিক্যাল মন্টেন ফরেস্টে একটি নতুন প্রজাতির বৃষ্টির সাপ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নতুন প্রজাতির সাপটি 'স্মিথোফিস লেপ্টোফ্যাসিয়াটাস এসপি. নভেম্বর.' নামে পরিচিত, যা সাধারণভাবে 'ন্যারো-ব্যান্ডেড রেইন স্নেক' হিসেবে পরিচিত।

এই আবিষ্কারটি সম্প্রতি 'ট্যাপ্রোবানিকা: দি জার্নাল অফ এশিয়ান বায়োডাইভার্সিটি'-র সর্বশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণায় দুটি সংগৃহীত নমুনা এবং কয়েকটি জীবিত সাপের পর্যবেক্ষণসহ বিস্তারিত আণবিক ও শারীরিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে নতুন প্রজাতি চিহ্নিত করা হয়েছে। নতুন প্রজাতিটি তার সঙ্কীর্ণ, অসম্পূর্ণ ক্রিম-সাদা বা হলুদ-লেবুর মতো রঙের আড়াআড়ি দাগ এবং উজ্জ্বল কালো শরীরের জন্য বিশেষভাবে আলাদা।

গবেষণার প্রধান লেখক ড. জয়দিত্যা পুরকায়স্থ বলেন, 'এই প্রজাতি শুধুমাত্র স্মিথফিস গণের বৈচিত্র্যকে বাড়ায় না, বরং পূর্বে পরিচিত প্রজাতিগুলোর বিতরণকেও পুনঃসংজ্ঞায়িত করে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমাদের গবেষণা নিশ্চিত করেছে যে, যা আগে মিজোরাম থেকে স্মিথোফিস বাইকলার হিসেবে চিহ্নিত ছিল, তা প্রকৃতপক্ষে একটি জেনেটিক এবং শারীরিকভাবে পৃথক প্রজাতি।'

স্মিথোফিস লেপ্টোফ্যাসিয়াটাস মিজোরামের ৯০০ থেকে ১,২০০ মিটার উচ্চতায় মোনটেন ফরেস্টের আর্দ, ছায়াযুক্ত মাইক্রোহ্যাবিট্যাটে পাওয়া গেছে। এটি একটি আধা-পানির, রাত্রিকালীন জীবজগতের অংশ হিসেবে মনসুনে মাঠ পর্যবেক্ষণের সময় চিহ্নিত হয়। এক বন্দী মহিলাকে ছয়টি ডিম ফোটাতে দেখা গেছে, যা এই রহস্যময় গোষ্ঠীর জন্য বিরল প্রজনন তথ্য প্রদান করেছে।

গবেষকরা প্রজাতিটির জন্য একটি স্থানীয় মিজো নাম 'রুাহরুল' প্রস্তাব করেছেন, যা এর স্থানীয় গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। প্রজাতির নাম 'লেপ্টোফাসিয়াটাস' গ্রীক ও ল্যাটিন শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার মানে 'সঙ্কীর্ণ দাগযুক্ত', যা এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মেরুদণ্ডের দাগের প্রতি ইঙ্গিত করে।

এটি মিজোরাম থেকে বর্ণিত তৃতীয় স্মিথোফিস প্রজাতি, পূর্বে এস. অ্যাটেম্পোরালিস এবং এস. মিজোরামেনসিস-এর পর, যা রাজ্যের জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বকে আরও শক্তিশালী করে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ড. এইচ.টি. লালরেমসাঙ্গা, মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি ও হার্পেটোলজি ল্যাবের প্রধান, বলেন, 'মিজোরাম স্পষ্টভাবে এই গণের বিবর্তন ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে।'

গবেষকরা আরও সুপারিশ করেছেন যে, প্রজাতির সংকীর্ণ আবাসস্থল এবং বনভিত্তিক জীবনধারা দেখে, এটি আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে বিপন্ন হতে পারে, তাই আরও জরিপ ও পরিবেশ মূল্যায়ন প্রয়োজন।

গানল নদী থেকে উদ্ধার হল নিখোঁজ সাব-ডিভিশনাল এগ্রিকালচার অফিসারের মরদেহ

শিলং, ৬ আগস্ট : বুধবার, গারো পাহাড়ের পশ্চিম সেলা ওয়ারি এলাকায় পরিবারের সঙ্গে পিকনিকে যাওয়া মিজোরামের সাব-ডিভিশনাল এগ্রিকালচার অফিসার তেসেঙ এম সাঙ্গমার নিখোঁজ হওয়ার চার দিন পর, গানল নদী থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এই উদ্ধার ঘটনা একটি শোকাবহ পরিণতির সূচনা করেছে, যা একটি তীব্র চার দিনের অনুসন্ধান অভিযানের পর সম্পন্ন হয়েছে।

অনুসন্ধান অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল বিশেষ রেসকিউ টিম, স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স , আরাইমিল পুলিশ স্টেশন এবং গানল এলাকার স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা। বিভিন্ন উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা যেমন পেলগা ওয়ারি, ডোমেসাল ওয়ারি এবং ওয়া ওয়ারিযেগুলি বিপজ্জনক স্রোত এবং অসমতল ভূখণ্ডের জন্য পরিচিতএলাকার অনুসন্ধানে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।

টুরা এবং দমালগ্রে থেকে এসআরটি টিমগুলি একযোগে কাজ করেছে, পেলগা ও ডোমেসাল ওয়ারির নীচের দিকে স্রোতের গতিপথ অনুসন্ধান করে, অন্যরা ওয়া ওয়ারি এবং সংলগ্ন নদী তীর বরাবর অভিযান চালায়। জল স্তরের ওঠানামা এবং দুর্গম ভূপ্রকৃতির সত্ত্বেও, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং কমিউনিটি সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে অনুসন্ধান অব্যাহত ছিল। এখনও পর্যন্ত অফিসারের নিখোঁজ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও তথ্য প্রকাশ করেনি কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে একটি তদন্ত চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

এই উদ্ধার কাজ শেষ হওয়ার পর, স্থানীয় প্রশাসনিক এবং কৃষি বিভাগ শোকের ছায়ায় নিমজ্জিত হয়েছে।

তেসেঙ সাঙ্গমা, যিনি আমপাটি পোস্টে কর্মরত ছিলেন এবং টুরায় বসবাস করতেন, পশ্চিম গারো পাহাড়ের সেলা ওয়ারি এলাকায় পিকনিকে যাওয়ার সময় নিখোঁজ হন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তিনি নদী পার হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে শক্তিশালী স্রোতের মধ্যে তলিয়ে যান, যা রাতভর বৃষ্টির ফলে অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চন্দননগর

সপ্তগ্রাম থেকে পর্তুগিজ বণিকদের সরে আসার আরও একটি কারণ ছিল। মুঘলদের কর্তৃত্ব থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যই সপ্তগ্রাম থেকে সরে এসে, হুগলি নদীর তীরবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করেন পর্তুগিজ বণিকরা এবং গড়ে তোলেন হুগলি বন্দর। এরপর দেখা যায়, অন্যান্য বিদেশি উপনিবেশকারী অর্থাৎ ওলন্দাজ বণিক, ইংরেজ, দিনেমার, ফরাসিরা এই বন্দরে আসতে শুরু করে। ***শর্বরী দত্ত বসু***

ফেলে আসা ইতিহাসের পুনঃউন্মোচনের একমাত্র অবলম্বন হল অপর্যাপ্ত তথ্য সংকলন; কিন্তু সময়ের বিবর্তন এবং সঠিক তথ্যের অভাব এই দুইয়ের সমন্বয়ে ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় নানা মতবাদের জটিলতা।

আমাদের আশপাশের বিভিন্ন শহরের নামকরণের ইতিহাস বর্তমানে বেশ চর্চিত। এই যেমন, আমাদের 'কলকাতা' শহরটির নামকরণ নিয়ে নানা কাহিনি প্রচলিত আছে, তেমনই একদা ফ্রেঞ্চ অধ্যুষিত শহর 'চন্দননগর', এই নামটির সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে অনেক লৌকিক কাহিনি। ব্রিটিশ অধ্যুষিত সমগ্র ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব দিকের ছোট্ট একটি শহর 'চন্দননগর' ছিল ফরাসি শাসকদের দখলে। যদিও এই ফরাসিদের আগমনের কারণেই তৎকালীন সময়ে এই শহরটি 'ফরাসডাঙা' নামে পরিচিত ছিল। তবে, 'ফরাসডাঙা' বলতে কিন্তু বর্তমান সময়ের সমগ্র চন্দননগর শহরকেই বোঝানো হতো না। এই শহরের ভেতরে ফরাসিদের নিজস্ব যেটুকু ভূখণ্ড ছিল, শুধুমাত্র সেই অংশটুকুই ফরাসডাঙা নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসিদের উদ্যোগে এই শহরে অন্যান্য ব্যবসা---বাণিজ্যের পাশাপাশি কাপড়ের ব্যবসাও বেশ ভালোই প্রসার লাভ করে। ধীরে ধীরে 'ফরাসডাঙার কাপড়' বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

একদিকে যেমন বাণিজ্যিক উন্নয়নের কারণে এই শহরটি বেশ পরিচিত ছিল, ঠিক তেমনই ফরাসডাঙা এবং চন্দননগর নাম দুটির একাধিকবার বিবর্তনও ছিল বহুচর্চিত, যা বারংবার উঠে এসেছে ইতিহাসের পাতায়। যেমন রবার্ট ক্লাইভ এই ফরাসডাঙা শহরটিকে 'ফরাসডাঙ্গি' বলে উল্লেখ করেছিলেন। পাশাপাশি, পুরনো তথ্যের অবলম্বনে, এই ফরাসি পরিচালিত ছোট্ট শহরটির নামকরণের বিষয়ে বেশ কিছু অজানা কাহিনির সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন

প্রথম তথ্য অনুযায়ী, 'চন্দননগর' নামটির পেছনে শোনা যায় চাঁদ সওদাগরের কাহিনি। এই 'চন্দননগর' শহরটি হুগলি নদীর (বর্তমানে, গঙ্গা নদী) তীরে অবস্থিত। এই নদী দিয়ে যাওয়ার সময়, চাঁদ সওদাগর নৌকো থামিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বোড়াইচণ্ডীর মন্দির। মনে করা হয়, এই মন্দিরের নাম থেকেই এই এলাকার নামকরণ হয় 'চণ্ডীর নগর', যা পরবর্তীকালে বিবর্তিত হয় 'চন্দর নগর' নামে। বিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় 'চুঁচুড়া বৃত্তান্ত' নামে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, চাঁদ সওদাগরের বাসস্থান থেকে এই জায়গাটিকে বলা হত 'চাঁদের নগর', যা পরবর্তীকালে 'চন্দননগর' নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় তথ্যের ভিত্তিতে, ১৬৬০ সালে ভ্যান ব্রোকের তৈরি মানচিত্রে চন্দননগর শহরটির অবস্থান, এখানকার নানা কুঠির অবস্থানের পাশাপাশি একটি পতাকাও আঁকা আছে। এছাড়াও উল্লেখ রয়েছে ত্রিবেণী, সাতগাঁ, চন্দননগর প্রভৃতি অঞ্চলের নাম। এই মানচিত্রে 'চন্দননগর'-এর বানান দেখা যায়, 'Chandernegur'। যদিও, এই মানচিত্রে চন্দননগরকে গঙ্গার ওপারে দেখানো হয়েছে। রাধারমন মিত্র এবং হরিহর শেঠ দুজনেই এই চিহ্নিত অংশটি সঠিক নয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। ১৬৬০ সালে ভ্যান ব্রোকের তৈরি এই মানচিত্রে এই ধরনের একাধিক ভুল তথ্যের সংশোধন কেন করা হয়নি, সেই প্রশ্নের উত্তর আজও অধরা।

তৃতীয় তথ্য জানা যায় ইউরোপীয় পর্যটক হ্যামিলটনের লেখা থেকে। 'New Account of The East India' নামক বইটিতে চন্দননগর শহরটির উল্লেখ রয়েছে 'চরনগর' নামে। মনে করা হয়, সেই সময় এই 'চরনগর' নামটি লোকমুখে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, যেখান থেকে ফরাসিরা উচ্চারণ করেছিলেন, 'স্যাঁদরনগর'। এই 'চরনগর' নামটি মনে করা হয় এক বিশেষ কারণ থেকে এসেছে।

'চর' 'নগর' = 'চরনগর'। এই 'চর' শব্দের অর্থ হল, নদী দ্বারা বেষ্টিত স্থলভাগ। সাধারণত, নদীর আপন গতিশীলতায় অথবা মোহনায় পলি জমাট বাঁধার কারণে যে স্থলভাগের সৃষ্টি হয়, তাকেই আমরা 'চর' বলে থাকি। আর এই চরকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে জনপদ। ত্রিবেণী নামক স্থলভাগ থেকে বহমান জলধারা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যথা সরস্বতী নদী এবং হুগলি নদী। আর এই দুই নদীর ঠিক মাঝখানের পলি নির্মিত চরটি প্রাচীন অধিবাসীদের চোখের সামনে ক্রমশ নগরে পরিণত হয়ে ওঠে, ফলে এই স্থলভাগটির নামকরণ হয় 'চরনগর'।

উল্লিখিত তথ্যাদি ছাড়াও, এই 'চন্দননগর' নামটির পেছনে কিছু লৌকিক ধারণাও দেখা যায়। যেমন, কিছু ফরাসি গ্রন্থে চন্দননগরকে 'Land of Sandelwood' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া হয় যে, এই শহরটিতে একসময় চন্দন কাঠের বন ছিল, কিংবা বলা যেতে পারে, চন্দন কাঠের ব্যবসা ছিল। আর একটি তথ্য থেকে জানা যায়, চন্দননগরের অবস্থান গঙ্গার বুকে অর্ধচন্দ্রের মতো ছিল, যার কারণে এই শহরটি 'চন্দ্রনগর' এবং পরবর্তীকালে 'চন্দননগর'-এ পরিণত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

১৬৯৬ সালটিকে 'চন্দননগর'-এর জন্মসাল হিসেবে ধরা যেতে পারে। কারণ, এই সালটির পিছনে একটি ঐতিহাসিক সত্যতা থাকায় সালটিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তৎকালীন বিদেশি শক্তি অর্থাৎ ইংরেজ, ওলন্দাজদের মতো ফরাসিরাও এই শহরে 'ফর দ'রলেয়াঁ' দুর্গ নির্মাণ করেন। চন্দননগরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মঁসিয়ে মার্তাঁ, মঁসিয়ে অন্দ্রে-ফ্রঁসোয়া ব্যুরো দেলঁ এবং মঁসিয়ে পেল এই তিন সাহেব ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর 'ফ্রঁসোয়া কারোঁ'কে যে পত্র লেখেন, সেইখানে তাঁদের স্বাক্ষরের নীচে স্থানের নাম হিসেবে 'চন্দননগর' নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও তাঁরা ফরাসি ভাষায় TCHANDERNAGORE এই বানানটি প্রয়োগ করেছিলেন। কাজেই আমরা এটা ধরে নিতেই পারি যে, 'চন্দননগর' নামটির প্রথম কাগজে কলমে উল্লেখ ও জন্ম, ফরাসি সাহেবদের লেখা এই পত্রের হাত ধরেই।

কোনো স্থানের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে, সেখানকার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি তার ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানা, নদী ও ভূ-প্রকৃতির প্রসঙ্গও স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে। 'চন্দননগর' শহরটির প্রাচীনত্ব খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে বিপ্রদাস পিপলাই রচিত 'মনসামঙ্গল' বা দাশরথি রায়ের 'পাঁচালী' বা অন্যান্য প্রাচীন কাব্যগন্থে। 'চন্দননগর'-এর প্রাকপনিবেশিক ইতিহাসের বিবরণে পর্তুগিজ, ডাচ, ইংরেজ, দিনেমার, ফরাসি প্রভৃতি বণিকদের রাজত্বের যেমন আমরা উল্লেখ পাই, ঠিক তেমনই এই বিদেশি বণিকদের আসার আগে দেশীয় শক্তি কখনও কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে আবার কখনও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছে। মুঘল ফৌজদারের শাসনকালে এই ভূমিখণ্ড 'চন্দননগর' নামে পরিচিত ছিল না, বরং সেইসময় এখানে বিলকুলি, নবগ্রাম, খলিসানী, গর্জি, ব্যাজড়া, মাধবপুর, আলতারা প্রভৃতি কতগুলি প্রাচীন গ্রামের অবস্থিতির কথা জানা যায়। বৌদ্ধ পর্যটক কবিরাম তাঁর গ্রন্থ 'দ্বিগবিজয় প্রকাশ'-এ লিখেছেন, 'খলিসানী মহাগ্রাম, যত্র রাজা চ ধীবর।' যার অর্থ হল, খলিসানী একটি বড় গ্রাম যেখানে ধীবর রাজাদের বসবাস ছিল। এই স্থানটির আওতায় বেশ কয়েকটি জনবসতিপূর্ণ গ্রাম ছিল, যেখানে বসবাসকারী ধীবর শ্রেণির লোকেরা মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে এই গ্রামগুলির কথা বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য থেকে জানা যায়। খুব সম্ভবত, পাঠান রাজত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধীবর রাজাদের পতন ঘটে বলে মনে করা হয়। দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেখা যায়, সরস্বতী নদীর ধার ঘেঁষে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল সেন রাজবংশের অধীনে। এর মধ্যে ডিঙ্গল হাট ছিল সপ্তগ্রামের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র। সুলতানি যুগে এইখানেই ছিল দুর্গ। আজকের চন্দননগর ছিল সেন রাজবংশ দ্বারা প্রভাবিত সমৃদ্ধ অঞ্চলের প্রান্তভাগ। সেন বংশের পরে, ইখতিয়ার উদ্দিন মোহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি'র সৈন্যরা সরস্বতী নদীর দুপারেই ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন।

১২৯৮ সালে জাফর খাঁ এবং ১৩২৩ সালে ইজুদ্দিন খাঁ সপ্তগ্রাম দখল করার পর সরস্বতী নদীর তীরবর্তী ভূখণ্ডে পাঠানরা প্রবেশ করে। পরে পার্শ্ববর্তী গ্রামে তারা ছড়িয়ে পড়ে। ফলত সরস্বতী নদীপথ ধরে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব এই নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলিতে ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। পাঠান নবাবদের মধ্যে দাউদ খাঁ ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাঁর পুত্র বায়জিদ খাঁ ১৪৯৯ সালে প্রতাপশালী শাসনকর্তা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং একসময়ে, বিলকুলি নামক এই স্থানটিতে তাঁর অসম্ভব প্রভাব দেখা যায়। সপ্তদশ শতকে মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হলে, পাঠানদের প্রভাব ক্রমশ কমতে থাকে। এলাহাবাদ শহরে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর মিলনস্থল যেমন 'ত্রিবেণী' নামে পরিচিত, ঠিক তেমনই বাংলার হুগলি জেলায় অবস্থিত গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর মিলনক্ষেত্রটিও 'ত্রিবেণী' নামে পরিচিত। আবার এই স্থান থেকে তিনটি নদী তিনদিকে মুক্ত হওয়ার কারণে একে 'মুক্তবেণী'ও বলা হত। একদিকে যেমন, গঙ্গা নদীর মূল ধারাটি 'ভাগীরথী' বা 'হুগলি' নামে দক্ষিণ দিকে বয়ে গিয়েছে, ঠিক তেমনই গঙ্গা নদীর আরেকটি শাখা 'যমুনা' নামে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে উত্তর চবিবশ পরগনার চারঘাটে ইছামতী নদীতে মিশে যায়। যদিও পরবর্তীকালে, এই যমুনা নদীর অস্তিত্ব বঙ্গ থেকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়। গঙ্গা নদীর অপর একটি শাখা 'সরস্বতী' নামে পশ্চিম দিক দিয়ে হুগলি থেকে মগরার ভেতর দিয়ে পোলবা, সিঙ্গুর ও চণ্ডীতলা থানার মধ্যে দিয়ে ক্রমশ প্রবাহিত হয়ে হাওড়া জেলার ডোমজুড় থেকে ৭৭ কিমি পথ প্রবাহিত হয়ে সাঁকরাইলের পাশ দিয়ে পুনরায় হুগলি নদীতে এসে মিশে যায়। অষ্টম শতাব্দীতে সরস্বতী নদী তার গতিপথ আরও একবার পরিবর্তন করেছিলো। সরস্বতী নদী ছিল মধ্যযুগের প্রধান বাণিজ্যপথ। ফলত এর তীরেই বিগত সহস্রাব্দে গড়ে উঠেছিলো বাংলার অন্যতম আন্তর্জাতিক বন্দর 'সপ্তগ্রাম' এবং দক্ষিণবঙ্গের প্রধান নগরী। তবে বিদেশি বাণিজ্যতরী আসার আগে থেকেই সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি ছিল ঈর্ষণীয়। বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল কাব্য'-এ চাঁদ সওদাগর ত্রিবেণীতে ডিঙা থামিয়ে সপ্তগ্রাম ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।' সেই নগরের প্রতি চাঁদ সওদাগর এতটাই মোহিত হয়ে পড়েছিলেন যে, এইখানে তিনি দিন দুয়েক থেকে গিয়েছিলেন। এর বহু পরে নিত্যানন্দ ধর্মপ্রচার করতে হাজির হয়েছিলেন এই সপ্তগ্রামে। এই দুটি উদাহরণই বিদেশিদের সপ্তগ্রামে আগমনের আগের কথা।

লেখক দিলীপ সাহা তাঁর 'সপ্তগ্রামের সন্ধানে' বইটিতে কনৌজরাজ প্রিয়বন্তের সাত পুত্র অগ্নিত্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিষ্মান, সবন ও ভব্য-এর উল্লেখ করে বলেছেন যে, তাঁরা নিজেদের রাজকীয় জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং অবশেষে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত স্থানের সন্ধান পান। তপস্যার উপযুক্ত স্থান হিসেবে সাতটি গ্রামকে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। যথা, বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, শিবপুর, কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর, ত্রিশবিঘা ও বলদঘাঁটি যেটি 'সপ্তগ্রাম' নামে পরিচিত। পুরাণে 'সপ্ত' সংখ্যাটিকে মঙ্গলসূচক শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই কারণে, 'সপ্তগ্রাম' নামটির সার্থকতা প্রসঙ্গে লেখক দিলীপ সাহা, পঞ্চদশ শতকের কবি শঙ্কর-কিঙ্কর মিশ্র রচিত 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের দুটি পঙক্তি উল্লেখ করেছেন 'গৌর মধ্য সপ্তগ্রাম মহাপুণ্যস্থান, ত্রিবেণীর তীরে সপ্তঋষির বিশ্রাম।' সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, বন্দর হিসেবে পরিচিতি লাভের আগে 'সপ্তগ্রাম' স্থানটি ধর্মীয় ক্ষেত্র হিসেবেই প্রসিদ্ধ ছিল। অনুমান করা হয় যে, তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতনের পরই, বন্দর হিসেবে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে এই 'সপ্তগ্রাম'। সেইসময়, সরস্বতী নদীর তীরে প্রচুর ঘাট থাকায় বাণিজ্যতরী পণ্য নিয়ে সেইখানেই থামত। ব্যাজরার বাঁধাঘাট ছিল সেখানকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘাট। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে, দশরথ বসুর বংশধর করুণাময় বসু, তাম্রলিপ্ত শহর পরিত্যাগ করে চন্দননগরের বিলকুলি গ্রামে বাণিজ্যসূত্রে আসেন। আবার এটাও অনুমান করা হয় যে, সেইসময় কররানি বংশের সুলতান দাউদ খাঁয়ের সঙ্গে করুণাময় বসুর পূর্ব পরিচিতির কারণে, দাউদ খাঁ তাঁকে এই শহরে বাণিজ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেন। দাউদ খাঁর পুত্র বায়জিত খাঁ ছিলেন সেইসময় হুগলি অঞ্চলের প্রভাবশালী শাসক, যিনি করুণাময় বসুকে উপদেষ্টার পদে আসীন করে তাঁকে 'খলিসানি' গ্রামটি উপহার দিয়েছিলেন। চন্দননগরের প্রাকপনিবেশিক ইতিহাসে 'খলিসানি' এবং 'গন্দলপাড়া' গ্রামদুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। করুণাময় বসুর সময়কালে 'খলিসানি' গ্রামটি তিনভাগে বিভক্ত হয় খলিসানি, বিষ্ণুবাটি, নন্দনবাটি। তাঁর শাসনকালে সঞ্চিত অর্থ ও পুঁজি দিয়ে তিনি বেশকিছু উন্নয়নমূলক কাজ করেছিলেন। যেমন বিশালক্ষী মন্দিরের নির্মাণ, বিভিন্ন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সরস্বতী নদীর তীরে কলু, তিলি, মালাকার প্রভৃতি জাতির বসতির পত্তন করে 'বহুবাজার' বা 'বউবাজার' নামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন।

সেইসময় খলিসানি অঞ্চলের বিপুল জনসংখ্যার বেশিরভাগ ছিলেন শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবী। বিশালক্ষী মূলত ছিলেন শাক্ত দেবী। তিনি কৃষিজীবী মানুষদের দ্বারা পূজিতা ছিলেন। করুণাময় বসু নিজে বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও তাদের আবেগের মর্যাদা রেখে শাক্ত পূজার প্রচলন করে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রকুমার বসুর লেখা থেকে জানা যায়, ১৫০৮ সালে তাম্রলিপ্তে প্রতিষ্ঠিত পৈতৃক শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পুনরায় প্রচলন করেন করুণাময় বসু এই 'খলিসানি' অঞ্চলে। খুব সম্ভবত, করুণাময় বসুর দুর্গাপূজাই পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে প্রাচীন দুর্গাপূজা। কারণ, সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের দুর্গাপূজার সূচনাকাল ১৬১০ সাল।

করুণাময় বসুদের বংশধারার কার্যকলাপ চন্দননগরের প্রাকপনিবেশিক ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, সেই সময়ে আমরা বহমান এক গ্রামীণ সভ্যতার সাক্ষী হয়ে থাকি, যেখানে বৈষ্ণব ও শাক্ত, শৈব এবং বৌদ্ধ পরস্পরের মধ্যে মিশে গিয়েছিলো। এমনকি, মুসলমান নবাবও বিশালক্ষী পূজার জন্য বার্ষিক অনুদান দিতেন। পাঠানদের পর মুঘল আমলেও অনেকদিন পর্যন্ত এই 'সপ্তগ্রাম' বিখ্যাত ছিল। জ্যাড-দ্য-বারোস-এর মতে, গৌড় এবং চট্টগ্রামের পর এই সপ্তগ্রামই ছিল বাংলার তৃতীয় বড় শহর। সপ্তগ্রামকে একসময় বলা হত 'সাতগাঁ' বন্দর এবং এর পার্শ্ববর্তী সরস্বতী নদী পরিচিত ছিল 'সাতগাঁ রিভার' নামে। সেই সময়ে, সপ্তগ্রাম বন্দরে পর্তুগিজ বণিকেরা সমুদ্র থেকে সরস্বতী নদী দিয়ে প্রবেশ করত। সিজার ফ্রেডরিকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সেইসময় সাতগাঁ বন্দরে অনেক পণ্যবাহী জাহাজ আসত এবং সাধারণত চাল, কাপড় এবং মরিচের ব্যবসার উল্লেখ পাওয়া গিয়েছিলো। সেইসময় সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল অপেক্ষা হুগলি নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ছিল অনেকটাই নির্জন। একসময়ে, প্রচণ্ড ভূমিকম্পের জেরে ভূমিরূপের পরিবর্তনের কারণে হুগলী নদীর জলধারা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলত, সরস্বতী নদীতে জলধারা কমে গিয়ে সেইখানে ক্রমশ পলি জমার কারণে, ধীরে ধীরে নদী তার নাব্যতা হারিয়ে ফেলে। যার ফলে, বাণিজ্যের জাহাজ আর ঢুকতে না পারায়, সেখানে ক্রমশ অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। সেই কারণে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই সপ্তগ্রাম বন্দরে আস্তে আস্তে ভাঙন ধরতে থাকে।

'সপ্তগ্রাম' বন্দরের পতনের আরেকটি অন্যতম কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে এই অঞ্চলে সুবর্ণবণিকদের উপস্থিতি। সেই সময়ে, সপ্তগ্রামে সুবর্ণবণিকরা বসবাস করতেন। প্রভু নিত্যানন্দ তাঁদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়ে সমাজে অনেক উচ্চ স্থান দেন। ফলত, তাঁদের পুঁজি বৈষ্ণবদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পরবর্তীকালে, হুগলি থেকে ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা বেশি দেখে সুবর্ণবণিকরা সপ্তগ্রাম ছেড়ে চলে যায় হুগলির দিকে এবং ক্রমশ হুগলির উত্থানের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন তাঁরা। সুতরাং, এই ঘটনা থেকে অনুমান করাই যায় যে, 'সপ্তগ্রাম' বন্দরের পতনের কারণ হিসেবে সুবর্ণবণিকদের স্থানান্তরও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়াও, 'সপ্তগ্রাম' বন্দরের জৌলুস হারিয়ে যাওয়ার পিছনে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে মনে করা হয় যে, সরস্বতী নদী তার নাব্যতা হারিয়ে ফেলার আগেই পর্তুগিজ বণিকেরা সপ্তগ্রাম থেকে সরে যেতে থাকে। সপ্তগ্রামের অবনতি দেখা দিতে শুরু করলে পর্তুগিজ বণিকদের যত্নেই হুগলি শহরের গোড়াপত্তন হয়। পর্তুগিজরা এইখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং এই দুর্গ থেকেই আধুনিক হুগলি শহরের সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। ভাগীরথীর তীরবর্তী বহু জায়গায় ইউরোপীয় বণিকেরা উপনিবেশ গড়েছিলেন, তার মধ্যে এই জায়গাটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে হুগলির উৎপত্তি হয়েছিলো, সেটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি।

হুগলির নামকরণ নিয়ে নানা মতবিরোধ থাকলেও, অনেকে মনে করেন প্রচুর হোগলা গাছের অবস্থানের ফলে হুগলি নামকরণ হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে হুগলি নদীর জলধারা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে প্রবাহিত এই নদী শতাব্দীর সভ্যতা, বাণিজ্য এবং রূপান্তরের নীরব সাক্ষী।

সপ্তগ্রাম থেকে পর্তুগিজ বণিকদের সরে আসার আরও একটি কারণ ছিল। মুঘলদের কর্তৃত্ব থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার জন্যই সপ্তগ্রাম থেকে সরে এসে, হুগলি নদীর তীরবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করেন পর্তুগিজ বণিকরা এবং গড়ে তোলেন হুগলি বন্দর। এরপর দেখা যায়, অন্যান্য বিদেশি উপনিবেশকারী অর্থাৎ ওলন্দাজ বণিক, ইংরেজ, দিনেমার, ফরাসিরা এই বন্দরে আসতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে মুঘল শাসনের দুর্বলতার কারণে পর্তুগিজ শক্তির উত্থান ঘটলেও, ১৬৩৭ সালে মুঘলদের সঙ্গে পর্তুগিজদের যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়। পরবর্তী বেশকিছু বছর বাংলায় মুঘলরা শক্তিশালী শাসক হিসেবে রাজত্ব করলেও, ১৬৬৩ সালে বাংলার সুবেদার মীর জুমলার মৃত্যু হওয়ার পর থেকে বাংলায় মুঘল শক্তির প্রভাব আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

ইতিমধ্যে, ১৬৮৬ সালে, মুঘলদের সঙ্গে ইংরেজদের তীব্র সংঘর্ষ বাধে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মুঘল প্রশাসনের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে এবং ইব্রাহিম খাঁর দুর্বল শাসন প্রাকপনিবেশিক যুগের অবসান ঘটিয়ে চুঁচুড়া এবং চন্দননগরকে ঘিরে যথাক্রমে ওলন্দাজ ও ফরাসি শক্তির উত্থানের পথ সুগম হয়ে ওঠে। ইংরেজরা সেই সময়ে ওলন্দাজ এবং ফরাসিদের সঙ্গে অনবরত সংঘর্ষ এড়াবার জন্য কলকাতায় আশ্রয় নেন। করমণ্ডলের ওলন্দাজ ডিরেক্টরের নির্দেশে হুগলিতে ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা আসতে শুরু করেন। সেই সময়ে হুগলির দিকে পর্তুগিজদের প্রভাবের ক্রমবিস্তারকে প্রতিহত করতে মুঘলরা সাহায্যের উদ্দেশ্য নিয়ে ওলন্দাজ বণিকদের কোনওরূপ বাধা দেননি। আনুমানিক ১৬৫৬ সালে, চুঁচুড়ায় ওলন্দাজরা পাকাপাকিভাবে কুঠি স্থাপনের অনুমতি পেলে ওলন্দাজ শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং সেই কুঠি পরে 'গুস্তাভাস' দুর্গ হিসেবে গড়ে ওঠে। তখনও পর্যন্ত চন্দননগরে ফরাসি উপনিবেশ গড়ে ওঠেনি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে অবৈধ দখলদারী মুক্ত করা হয়।

কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৬ আগস্ট: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ-এর সমর্থনে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী ১ আগস্ট থেকে ৭আগস্ট-এই সপ্তাহটি মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ হিসাবে উদযাপন হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে মাতৃদুগ্ধের গুরুত্ব ও শিশুর সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ (১-৭আগস্ট) উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে মায়ের দুধের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে গত ৪ আগস্ট, ২০২৫ হাসপাতালের এমসিএইচ ক্লিনিকে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুচরিত চাকমা, এএনএম অরুণা চাকমা ও শেফালী দাস, ঝন্টু মালাকার, আশাকর্মীগণ, গর্ভবর্তী মহিলা এবং সদ্য মা হওয়া মহিলারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে হাসপাতালের মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুচরিত চাকমা মাতৃদুগ্ধ পান সম্পর্কে আলোচনা করেন। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীরা সঠিক পদ্ধতিতে শিশুকে স্তন্যপান করানোর কৌশল নিয়ে কথা বলেন এবং মাতৃদুগ্ধ পানের উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন।

রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে শর্ট সার্কিট অল্পের জন্য রক্ষা পেল লাইব্রেরি

আগরতলা, ৬ আগস্ট : আজ দুপুরে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। মহাবিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে হঠাৎ করে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। বৈদ্যুতিক তার জ্বলার গন্ধে মুহূর্তেই চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাসহরের দমকল বাহিনীর কর্মীরা এবং কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে।

এব্যাপারে কলেজের লাইব্রেরিয়ান ইন্দানী সাহা জানান, মঙ্গলবার বিকেল তিনটা নাগাদ হঠাৎ করে কলেজের লাইব্রেরির ভিতর বৈদ্যুতিক বোর্ডে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন জ্বলে উঠে। আগুন লাগার খবর পেয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর পিনাকী পাল সাথে সাথেই লাইব্রেরিতে প্রবেশ করে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং আগুন অনেকটাই নিভে যায়। পরবর্তী সময়ে জল ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে কলেজ স্টাফরা। আগুন লাগার খবর পেয়ে কৈলাসহরের অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মী সহ কৈলাসহর থানার পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীও কলেজে আসে বলে লাইব্রেরিয়ান ইন্দানি সাহা জানান।

তবে, যেভাবে কলেজের লাইব্রেরিতে আগুন লেগেছিলো সেইসময় যদি কলেজ বন্ধ থাকতো তাহলে বড় ধরনের অগ্নি সংযোগ হয়ে যেতো। কেননা, লাইব্রেরিতে প্রায় এক লক্ষের বেশী বই ছিলো এবং লাইব্রেরির পাশে বড় বড় বিল্ডিং ঘর ছিলো। তাছাড়া কলেজের পাশেই বাড়ি ঘর সহ প্রচুর ঘনবসতি ছিলো। অগ্নি সংযোগ হলে কলেজ সহ পুরো এলাকা নিমিষেই জ্বলছে যেত বলে এলাকাবাসীর অভিমত।

কৃষকদের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য: খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট:ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ কৃষকদের মনে পুনরায় আস্থা ও আশার আলো জাগিয়েছে। এই উদ্যোগের ইতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যেই প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে। আগে যে কৃষি জমিগুলো পতিত পরে থাকত সেই জমিতেও বর্তমানে কৃষকগণ চাষাবাদ করছেন। কৃষকদের মধ্যে কৃষি কাজের প্রতি আগ্রহ অনেকটাই বেড়েছে। আজ জিরানীয়ার মাধববাড়ি সরকারি খাদ্য গুদামে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচির সূচনা করে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জনকল্যাণমূলক যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা তার মধ্যে অন্যতম। কৃষকদের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা শুধু একটি কর্মসূচিই নয়, এর মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি যেমন সম্ভব হবে তেমনি রাজ্যের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ভিত আরও মজবুত হবে। তিনি বলেন, বিগত সরকারের সময়ে কৃষকদের জন্য এমন উল্লেখযোগ্য কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। তাতে কৃষকগণ কৃষির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ফনিভূষণ জমাতিয়া। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর। উপস্থিত ছিলেন খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ, রানীর বাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রণজিৎ রায় চৌধুরী, পশ্চিম ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য পার্থ সারথী সাহা প্রমুখ।

Executive Engineer, W.R Division No-II, Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:- 15/EE/WRD-II/2025-2026, Dated 04-08-2025.

Sl No	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIeT No: 41/EE/WRD-II/ 2025-26	Rs. 8, 98,222.00	Rs. 17, 964.00	365(three hundred sixty five) days	Rs.1000.00
2	DNIeT No: 42/EE/WRD-II/ 2025-26	Rs. 4, 15,092.00	Rs. 8, 302.00	90(ninety) days	Rs.1000.00
3	DNIeT No: 43/EE/WRD-II/ 2025-26	Rs. 9, 58,713.00	Rs. 19, 174.00	240(two hundred fourty) days	Rs.1000.00
4	DNIeT No: 44/EE/WRD-II/ 2025-26	Rs. 9, 43,050.00	Rs. 18, 861.00	180(one hundred eighty) days	Rs.1000.00
5	DNIeT No: 45/EE/WRD-II/ 2025-26	Rs. 9, 56,507.00	Rs. 19,130.00	365(three hundred sixty five) days	Rs.1000.00
6	DNIeT No: 46/EE/WRD-II/ 2025-26	Rs. 9, 56,849.00	Rs. 19, 137.00	240(two hundred fourty) days	Rs.1000.00
7	DNIeT No: 47/EE/WRD-II/ 2025-26	Rs. 9, 55,671.00	Rs. 19, 113.00	240(two hundred fourty) days	Rs.1000.00
8	DNIeT No: 116/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	Rs. 9, 69,327.00	Rs. 19, 387.00	365(three hundred sixty five) days	Rs.1000.00

Last Date of bidding for bids 11-08-2025 upto 15.00 Hrs.
Opening of Bid on 11-08-2025 at 15.30 Hrs. If possible.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1763/25

(Er. Parimal Debnath), Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
Visvesvaraya Complex, Kunjaban, Agartala.

PNIT NO: 18/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated-04/08/2025

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, R D Amarpur Division, Government of Tripura invites item wise e-tender for procurement of the following stores from the eligible bidders in PWD form-8 Up to 14/08/2025 upto 15.00 Hours for the following work:

Sl. No.	NAME OF THE ITEM	EARNEST MONEY & BID FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Procurement Steel Fabrication at various worksites under Amarpur/ Ompi/ Karbook and Silachari R D Block area under Gomati District, Tripura (2nd Call). DNIT No. - 14/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dt-04/08/2025	EMD: RS. 25,000.00 BID FEE: RS. 1,000.00 (Non refundable)	14/08/2025 upto 15.00 Hours	14/08/2025 At 15:30 Hours	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Procurement and supply of hardware items at various worksites under Amarpur/ Ompi/ Karbook/ Silachari RD Block under Gomati District, Tripura (2nd Call). DNIT No. - 15/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dt-04/08/2025	EMD: RS. 25,000.00 BID FEE: RS. 1,000.00 (Non refundable)	14/08/2025 upto 15.00 Hours	14/08/2025 At 15:30 Hours		
3	Procurement of 1st category Stone aggregate (Nominal Size-12.5/ 20 mm /40 mm) at various worksites under Amarpur and Silachari R.D Block under Gomati District, Tripura. DNIT No. - 26/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dt-04/08/2025	EMD: RS. 1,00,000.00 BID FEE: RS. 1,000.00 (Non refundable)	14/08/2025 upto 15.00 Hours	14/08/2025 At 15:30 Hours		

ICA/C-1771/25

(Er. Md. Abul Hossain) Executive Engineer
RD Amarpur Division Amarpur, Gomati Dist., Tripura

খোয়াই জেলায় নিষিদ্ধ খাদ্য সামগ্রী বাজেয়াপ্তকরণ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট:জনস্বাস্থ্য রক্ষায় খোয়াই জেলার বৈদ্যনাথ চৌমুহনী বাজারে গত ২ আগস্ট খোয়াই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগের উদ্যোগে এক অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে খোয়াই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের ফুড সেফটি অফিসার জেনিফার দেববর্মার নেতৃত্বে বিভিন্ন দোকানে মজুত নিষিদ্ধ খেসারি ডাল বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই অভিযানে তার সঙ্গে ছিলেন এক্সটেনশন এডুকেটর জয়ন্তী দেববর্মা। এই অভিযানে মোট ৫০ কেজি নিষিদ্ধ খেসারি ডাল বাজেয়াপ্ত করে ঘটনাস্থলেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। সব আইনি প্রক্রিয়া যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই উপলক্ষে খাদ্য ব্যবসায়ীদের সরকারি নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে সচেতন করা হয়। ফুড সেফটি অফিসার জেনিফার দেববর্মা ব্যবসায়ীদেরকে জানান যে অতিরিক্ত খেসারি ডাল খেলে ''ল্যাথিরিজম'' নামক মারাত্মক স্নায়ুবিক রোগ হতে পারে, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এদিনের অভিযানে মোট ১০টি দোকান পরিদর্শন করা হয় এবং খাদ্য সামগ্রীর গুণমান পরীক্ষার জন্য ৬টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। জনস্বার্থে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

বুধবার আগরতলা আমতলি পুলিশ অভিযান চালিয়ে নেশা সামগ্রী সহ এক মহিলাকে আটক করে।

শিক্ষিকা বদলির প্রতিবাদে বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬আগস্ট: ফের শিক্ষিকা বদলির প্রতিবাদে বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে ছাত্রছাত্রীরা। কদমতলার ফুলবাড়িতে শিক্ষিকা বদলির প্রতিবাদে তালা ঝুলিয়ে রাস্তা অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার সকালে শিক্ষার্থীরা স্কুলের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভেতরে আটকে রেখে চুরাইবাড়ি রেলস্টেশন-খেরেংজুড়ি সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়।

এদিকে বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যালয়ে চলছে শিক্ষক স্বল্পতা। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৭ জন শিক্ষক, শিক্ষিকা রয়েছেন। এরই মধ্যে সম্প্রতি বিদ্যালয়ের একমাত্র জীবন বিজ্ঞান শিক্ষিকা মালতি রিয়াংকে যুবরাজনগরের শ্রীভূমি বিদ্যালয়ে বদলি করেছে শিক্ষা দপ্তর। এতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন শিক্ষার্থীরা। তাদের অভিযোগ, একমাত্র জীববিজ্ঞান শিক্ষিকা বদলি হলে তাদের পড়াশোনা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আগামী ৮ আগস্ট তাদের পরীক্ষা। তাই তারা বদলি প্রত্যাহারের দাবিতে এই আন্দোলন শুরু করেছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ধর্মনগরের খুদে নৃত্যশিল্পী প্রিতি দেবনাথের কৃতিত্বে গর্বিত চারুপাশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬আগস্ট: উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার যুবরাজনগর কেন্দ্রের চারুপাশা গ্রামের এক খুদে প্রতিভা বর্তমানে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। স্থানীয় পাইকারি সব্জি ব্যবসায়ী অধীর দেবনাথ ও গৃহবধূ সন্ধ্যারানী দেবনাথের সাত বছরের কন্যা প্রিতি দেবনাথ তার নৃত্য প্রতিভায় সকলকে মুগ্ধ করে চলেছে। প্রিতি বর্তমানে ধর্মনগরের গোল্ডেন ভ্যালি স্কুলে পড়াশোনা করছে এবং ২০২৪ সাল থেকেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। সীমিত সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও সে নিজের দৃঢ় মনোবল ও অধ্যবসায়ে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জন করে চলেছে।

সম্প্রতি ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'নিয়ন ড্যান্স' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রিতি। অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য বিচারকদের প্রশংসা কুড়িয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পুরস্কৃত হয়। তার নাচের তালে মুগ্ধ দর্শকরা হাততালিতে ভরিয়ে দেন পুরো মঞ্চ।

প্রিতির এই সাফল্যে তার পরিবার, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ পুরো পাড়া-প্রতিবেশী আনন্দিত। অনেকেই বিশ্বাস করেন, সঠিক প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা পেলে প্রিতি ভবিষ্যতে রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় পর্যায়ে নিজের প্রতিভার ঝলক দেখাতে সক্ষম হবে। প্রিতির বাবা-মা জানান, "আমরা সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও মেয়ের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে কোনো কিছুর অভাব রাখছি না। তার সাফল্য আমাদের গর্বিত করেছে।"

১৭ মিঞার হাওরে একটি ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছেঃ মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ আগস্ট: আজ কৈলাসহরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নবনির্মিত পিসিকালচার নলেজ সেন্টার-এর উদ্বোধন করেন মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সেন্টারটি উদ্বোধন করে মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, এই কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হয়েছে মৎস্যচাষিদের কল্যাণের জন্য। এই কেন্দ্র মাছ চাষিদের দক্ষতা ও আয় বাড়াতে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ উৎপাদনে সহায়তা করবে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে জলাশয়ের অভাব থাকায় প্রয়োজনীয় মাছ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। জলাশয়গুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বাড়ানো হবে।

রাজ্যে বহু পরিত্যক্ত জলাশয় পড়ে রয়েছে। সেগুলি চিহ্নিত করে মাছ চাষের আওতায় আনার কাজ শুরু হয়েছে। এই অর্থবছরে অতিরিক্ত ৫০-৬০ হেক্টর জমি মাছ চাষযোগ্য জলাশয়ে রূপান্তর করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তিনি বলেন, মাছ চাষ একটি লাভজনক ব্যবসা, স্বনির্ভর হওয়ার সহজ পথ। কম বিনিয়োগে অনেক বেশি আয় করা সম্ভব। এসটি, এসসি ও মহিলাদের জন্য হ্যাচারি স্থাপনের জন্য ৬০ শতাংশ ভর্তুকির সুযোগ রয়েছে। হ্যাচারি স্থাপনের জন্য যেখানে ২৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন সেখানে ১৫ লক্ষ টাকা সরকারিভাবে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, কৈলাসহর মহকুমার অন্তর্গত ১৭ মিঞার হাওরে একটি ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রায় ১০০ একর জমির উপরেই প্রকল্প বাস্তবায়ণে ইতিমধ্যেই ৪৩ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মৎস্য সহায়তা যোজনার আওতায় রাজ্যের মৎস্য চাষিদের বছরে ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ৩ হাজার সুবিধাভোগীকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার বাস্তব ভিত্তিক উন্নয়নে বিশ্বাসী। শুধু প্রচারে নয়, কাজের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জনে রাজ্য সরকার মনোযোগী। রাজ্যে দিন দিন মাছের চাহিদা বাড়ছে। সেই চাহিদা পূরণে মাছের উৎপাদন ধীরে ধীরে বাড়ছে। সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে যাতে মাছ চাষিরা উপকৃত হন। আজকের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের উপ অধিকর্তা তারেন্দ্র দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য শ্যামল দাস, বিমল ধর, চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস পাল, মৎস্য দপ্তরের উপ অধিকর্তা সুজিত সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রিতম ঘোষ প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাস ও উপস্থিত অতিথিগণ পিসিকালচার নলেজ সেন্টার পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, নবনির্মিত পিসিকালচার নলেজ সেন্টার নির্মাণে ৪৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

বিলোনিয়াতে পালিত মুজাফফর আহমেদের ১৩৭ তম জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬আগস্ট: রাজ্যের অন্যান্য মহকুমার সাথে বিলোনিয়াতেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় মুজাফফর আহমেদের ১৩৭ তম জন্মদিন।মুজাফর আহমেদের জন্ম ১৮৮৯ সালের ৫ই আগষ্ট তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের সন্দীপ দ্বীপের মুসাপুর গ্রামে, মৃত্যু ১৯৭৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর, তিনি কাকাবাবু হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় অফিস প্রাঙ্গনে মুজাফফর আহমেদের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক মিহির পাটারি, রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব মজুমদার, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির বিভাগীয় সম্পাদক বিজয় তিলক, মহকুমা কমিটির সদস্য নির্মল ভৌমিক, কৃষ্ণ চৌধুরী, সিপিআইএম নেতৃত্ব শ্রীমন্ত দে, সুবল রায়,চিত্ত রঞ্জন বসাক,সুবল রায়,যুব সংগঠনের নেতৃত্ব গৌতম ভৌমিক,সনিত দে, সহ ছাত্রযুব ও বামপন্থী বিভিন্ন গনসংগঠনের কর্মীরা। শ্রদ্ধাঞ্জলী শেষে মুজাফফর আহমেদের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা রাখতে গিয়ে সিপিআইএম নেতৃত্বরা বলেন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা ছিল মুজাফর আহমেদের।তাঁর জীবন ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনে উৎসর্গ কৃত। মুজাফফর আহমেদের আদর্শকে পাথেয় করে মুক্তির সংগ্রামে সামিল হওয়ার কথা তুলে ধরেন শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃত্বগন।

চার দফা দাবিতে কৈলাসহরের মহকুমাশাসকের নিকট ডেপুটেশন দিল সিপিআই কৈলাসহর মহকুমা কমিটি

কৈলাসহর, ৬ আগস্ট: বৈদ্যুতিক স্মার্ট মিটার সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে মাঠে নামলো সিপিআই কৈলাসহর মহকুমা কমিটি। সিপিআই কৈলাসহর মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে চার দফা দাবিতে মঙ্গলবার দুপুরে কৈলাসহরের মহকুমাশাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কৈলাসহর শহর থেকে রাঙ্গাউটি অব্দি রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না করায় রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে রয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই ছোট বড় যান দুর্ঘটনা ঘটেই চলছে। তাছাড়া কৈলাসহর-ধর্মনগর রাস্তার পাশে ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল এবং চিরাকুটি ট্রাই জংশন এলাকায় বাইক সহ যান দুর্ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে জেলা হাসপাতালের পাশে এবং চিরাকুটি ট্রাই জংশন এলাকায় স্থায়ী ট্রাফিক পয়েন্ট স্থাপন করতে হবে। বৈদ্যুতিক স্মার্ট মিটার কৈলাসহর মহকুমায় গ্রাহকদের বাড়িতে বসানো যাবে না।

কৈলাসহরের ডাকবাংলো থেকে টিলাবাজার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় অব্দি পূর্ত দপ্তরের রাস্তার দুপাশের ড্রেন অবিলম্বে পরিস্কার করতে হবে। এই চার দফা দাবিতেই সিপিআই কৈলাসহর মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অন্যতম সক্রিয় সদস্য সায়েদ আলী বাদশা, সিপিআই কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্পাদক এস এম আলী, নারী নেত্রী হাসনা বেগম, সিপিআই কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সদস্য আসব আলী,আবুল হোসেন সহ অন্যান্যরা।

ডেপুটেশন শেষে সায়েদ আলী বাদশা জানান যে, এই চার দফা দাবিতে এর আগেও প্রশাসনের কাছে সংগঠনের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিলো। এবার শেষ বারের মতো ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। দাবীগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদি খুব শীঘ্রই কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করা না হয় তাহলে, সংগঠনের পক্ষ থেকে কৈলাসহরে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন সায়েদ আলী বাদশা।

No. F. 3 (30) - AGRI/EE/W/2025-26
Dated, Agartala, 04/08/2025.

Name of work:- Construction of Boundary Wall of the SARS Complex (L=1500 MTR. 300M with grill and 1195 M with GI Barbed Wire) With 1 no. gate with RCC Column (1st Phase).
DNIET No.:- 04/CE/AGRI/EE(WEST)/2025-26
Tender ID No.: 2025_AGRI_64251_1

CORRIGENDUM

Tender uploaded vide e- DNIT No. 04/CE/AGRI/EE (West)/ 2025-26 as circulated under No. F. 3 (30) - AGRI/EE/W/ 2025-26/1/848731/2025, dated, 31/07/2025 vide PNIT no-19/EE/Agri/W/2025-26 dtd-31/07/2025 of the above work is invited as two bid system instead of single bid system. Other terms & conditions will remain the same.
ICA/C/1759/25

Executive Engineer (West)
Div-I for and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W. Agartala, Tripura (West)

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

বাড়িতে আদা চাষের সহজ পদ্ধতি

বর্তমানে কৃষিতে অনেক চাষি বিভিন্ন কারণে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। তাদের কাছে কৃষি অনেক সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ, অল্প লাভজনক এবং পরিশ্রমী মনে হয়। তবে, আদা চাষের বর্তমানে কৃষিতে অনেক চাষি বিভিন্ন কারণে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। তাদের কাছে কৃষি অনেক সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ, অল্প লাভজনক এবং পরিশ্রমী মনে হয়। তবে, আদা চাষের মতো সহজ ও লাভজনক বিকল্প চাষি কৃষকদের আবার কৃষির মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে পারে। বিশেষত, শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে যেখানে কৃষি জমির অভাব রয়েছে, সেখানে বস্তায় আদা চাষ শুরু করে চাষিরা সহজেই নিজেদের ব্যবসা শুরু করতে পারেন। এটি এমন এক চাষ পদ্ধতি, যা খুব কম পুঁজি এবং জায়গা নিয়েই কার্যকরভাবে করা যায়। মেঘালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সৈকত মজুমদার লিখেছেন, "বস্তায় আদা চাষের মাধ্যমে চাষিরা নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে পারেন, এবং এটি তাদের কৃষি সম্পর্কিত ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে।" শুধু গ্রামে নয়, শহরের ছাদ বা বাড়ির ফাঁকা জায়গায়ও সহজেই আদা চাষ করা সম্ভব। আদার পুষ্টি ও উপকারিতা: আদা একটি বহুবর্ষীয় ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ, যার মূল (রাইজোম) মশলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আদা মূলত খাবারের স্বাদ বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি -ইনফ্লামেটরি গুণাগুণের জন্য এটি স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আদা জ্বর, সর্দি, কাশি, বদহজমসহ আরও নানা ধরনের রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, মেঘালয়, ওড়িশা, কর্ণাটক, অরুণাচল প্রদেশ, গুজরাট ইত্যাদি রাজ্যে আদা চাষ ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে, যা দেশে আদা উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বস্তায় আদা চাষের উপকারিতা: কম জায়গায় চাষ করা সম্ভব: বস্তায় আদা চাষের অন্যতম বড় সুবিধা হলো এটি ছোট জায়গায়ও করা যেতে পারে। বাড়ির ছাদ, বাগান কিংবা ফাঁকা জায়গায় আদা চাষ করা সম্ভব। .কম খরচে বেশি লাভ: আদা চাষের জন্য বড় জমির প্রয়োজন নেই, যা চাষিদের জন্য একটি বড় সুবিধা। এটি বিশেষত শহরাঞ্চলে যারা কৃষির সাথে যুক্ত হতে চান, তাদের জন্য একটি ভালো বিকল্প।

নতুন চাষিদের জন্য সহজ পদ্ধতি: কম ঝুঁকি এবং সহজ পদ্ধতির কারণে নতুন চাষিরা সহজেই বস্তায় আদা চাষ শুরু করতে পারেন। এটি তাদের কৃষিতে প্রবেশের একটি দরজা খুলে দেয়। অল্প সময়েই ফলন: আদা চাষের ফলন খুব দ্রুত হয় এবং এতে ভালো মুনাফাও পাওয়া যায়। বস্তায় আদা চাষের প্রক্রিয়া: আদা চাষের উপযুক্ত সময়: ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আদা চাষ শুরু করা উপযুক্ত সময়। আদা উত্তোলন করার উপযুক্ত সময় ফাল্গুন-চৈত্র মাস। ২. বস্তায় আদা চাষের উপকরণ: বস্তায় আদা চাষ করতে হলে কিছু উপকরণ প্রয়োজন হবে, যেগুলি খুব সহজে পাওয়া যায়: বস্তা: সিমেন্টের বা অন্য কোনো বস্তা, যার ওজন হবে প্রায় ১৫ কেজি। মাটি: ৭ কেজি মাটি প্রয়োজন হবে।

গোবর সার: ৪ কেজি।

কোকোপিট: ১ কেজি।

ছাই: ১.৫ কেজি।

ধানের তুষ: প্রয়োজনে দিতে হবে।

ফুরাডান: ১ কেজি। রাসায়নিক সার: ১.৫ কেজি (যেমন ডিএপি ও এমওপি, ১০-১২ গ্রাম করে)।

বালি: ১ কেজি। আদা চাষের প্রস্তুতি: উপরের উপকরণগুলো ভালভাবে মিশিয়ে বস্তায় রাখা হবে। বস্তায় মাটি, সার, কোকোপিট, ছাই, ধানের তুষ, রাসায়নিক সার, ফুরাডান এবং বালি মিশিয়ে প্রস্তুত করা যাবে। একে একটি আদা চাষের উপযুক্ত বস্তা বলা যেতে পারে। আদা বীজ রোপণ: আদার বীজ রোপণের জন্য সঠিক ও স্বাস্থ্যবান রাইজোম বেছে নিতে হবে। বীজটি বস্তায় মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে রোপণ করুন এবং তারপর নিয়মিত জল সেচ দিন। আদা চাষের পরিচর্যা: বস্তায় আদা চাষে নিয়মিত জল দেওয়া, ছায়া প্রদান এবং মাঝে মাঝে সার প্রয়োগ করতে হবে। ৪-৬ মাস পর আদা প্রস্তুত হতে শুরু করবে।

আদা উত্তোলন: ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আদা উত্তোলনের জন্য উপযুক্ত সময়। এই সময়ে আদা চাষ সম্পন্ন করা যায়।

চিয়া বীজ চাষ করার কৌশল

'চিয়া' শব্দটি মূলত 'শক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এর বীজের পুষ্টিমানের জন্য এটি এমন একটি নাম পেয়েছে। চিয়া বীজে রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি 'চিয়া' শব্দটি মূলত 'শক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এর বীজের পুষ্টিমানের জন্য এটি এমন একটি নাম পেয়েছে। চিয়া বীজে রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। চিয়া বীজে প্রায় ১৫-২৫ শতাংশ প্রোটিন, ৩০-৩৩ শতাংশ ফ্যাট, ৩১-৩৫ শতাংশ লিপিড, ১৮-৩০ শতাংশ ডায়েটারি ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন, এবং খনিজ উপাদান থাকে। এর উপকারিতা সম্পর্কে জানার পর, এটি চাষে আগ্রহী কৃষকদের কাছে একটি লাভজনক ফসল হয়ে উঠতে পারে। বিশেষত ভারতীয় কৃষি আবহাওয়ায় চিয়া চাষে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। চিয়া বীজের পুষ্টিমানের জন্য এটি 'সুপারফুড' হিসেবে পরিচিত এর মধ্যে থাকা ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ফাইবার, ক্যালসিয়াম, আয়রন, এবং অন্যান্য খনিজ উপাদান শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। চিয়া বীজ শরীরে সহজেই শোষিত হয় এবং এটি আমাদের হাড়ের স্বাস্থ্য, কোলেস্টেরল কমানো, ওজন কমাতে সাহায্য করে। একদিকে যেমন এটি শরীরের টক্সিক পদার্থ বের করে, অন্যদিকে এটি গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল (পেটের) সমস্যা সমাধানেও সহায়তা করে। আজকাল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চিয়া বীজ খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, বিশেষত মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং চিলি। তবে, ভারতেও চিয়া চাষের সম্ভাবনা রয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে চিয়া চাষ শুরু হয়েছে। তবে, ভারতের কৃষকদের জন্য এই ফসলের ব্যাপক চাষের জন্য আরও গবেষণা এবং উন্নয়ন প্রয়োজন। ভারতীয় রান্নাঘর ঃ-চিয়া বীজের পুষ্টি উপাদান ঃ-প্রতি ১০০ গ্রাম চিয়া বীজে থাকে: ৬৩১ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম ৪০৭ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম ৩৩৫ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ৮৬০ মিলিগ্রাম ফসফরাস ৭ মিলিগ্রাম আয়রন ৪.৪ মিলিগ্রাম জিঙ্ক চিয়া বীজে ৬০ শতাংশ ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা এলডিএল কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারিনের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। এটি শরীরের সুস্থতা এবং সুস্থ হৃদয়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এমনকি এই বীজের ফাইবার আমাদের ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। চিয়া চাষের আবহাওয়া এবং উপযুক্ত সময় ঃ- চিয়া বীজের চাষের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা হলো ১১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৩৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। গড় তাপমাত্রা ১৬ থেকে ২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হওয়া উচিত। শীতকাল চিয়া চাষের জন্য আদর্শ সময়। এই ফসলটি বিভিন্ন ধরনের মাটিতে চাষ করা যেতে পারে, তবে হাল্কা থেকে মাঝারি বেলে মাটি বা বেলে দোআঁশ মাটি সবচেয়ে ভালো। এটি অম্ল মাটিতেও চাষ করা যায়। চিয়া বীজ রোপণের পর প্রায় পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হতে শুরু করে এবং সাধারণত ১০০-১৫০ দিনের মধ্যে ফসল উৎপাদন করা যায়। চিয়া চাষের জীবনচক্র বিভিন্ন অঞ্চলের অক্ষাংশ এবং উচ্চতার ওপর নির্ভর করে।

চিয়া চাষের সুবিধা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ঃ- চিয়া চাষের মাধ্যমে কৃষকরা একটি লাভজনক ফসল পেতে পারেন। প্রতি হেক্টর জমিতে চিয়া চাষ করলে লাখ টাকার মতো আয় করা সম্ভব। চিয়া বীজের চাষ এবং এর ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। ভারতের মতো পুষ্টিহীনতা সমস্যায় আক্রান্ত দেশে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উৎস হতে পারে। ভারতীয় রান্নাঘরঃ-চিয়া বীজের বাজার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও এর চাহিদা অনেক বেড়েছে। বিদেশে রফতানি করার সুযোগও তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এর চাষ এখনও সীমিত হলেও, এটি আরও বিস্তৃত হতে পারে এবং কৃষকদের জন্য আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

বর্ষায় ফুচকা খাওয়া কতটা ঝুঁকিপূর্ণ ?

টক-ঝাল স্বাদের জন্য ফুচকা অনেকেরই প্রিয় একটি স্ট্রিট ফুড। বিশেষ করে পুরান ঢাকার ফুচকার প্রতি আগ্রহ একটু বেশিই। কিন্তু বর্ষাকালে এই প্রিয় খাদ্যটি হতে পারে স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্ষাকালে ফুচকা খাওয়া একেবারেই অনুচিত। কারণ, এই সময়ে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি দেখা যায়। সড়কের পাশে তৈরি ও পরিবেশিত ফুচকার টকজলে সহজেই বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও পরজীবী মিশে যেতে পারে। কী কী শারীরিক সমস্যা হতে পারে বর্ষায় ফুচকা খেলে? ডায়েরিয়া ও আমাশয়: বর্ষার জলেতে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে ই. কোলাই, সালমোনেলা ও অন্যান্য পেটের জীবাণু। ফুচকার টকজলে এই জীবাণু থাকলে ডায়রিয়া বা আমাশয়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। কোলন ইনফেকশন: ফুচকার সংক্রমিত উপাদান কোলনে (বৃহৎ অন্ত্রে) প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে, যা ইনফ্ল্যামেটরি বোয়েল ডিজিজ বা গ্যাস্ট্রো এনটেরাইটিসের মতো সমস্যার কারণ হতে পারে।

বদহজম ও অ্যাসিডিটি: ফুচকার মশলা, বিশেষ করে ঝাল ও টক উপাদান পেটে গিয়ে হজমের সমস্যা তৈরি করতে পারে। এতে গ্যাস্ট্রিক, অম্বল এবং অ্যাসিড রিফ্লাক্সের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিষাক্ত জল বা বরফজনিত সংক্রমণ: ফুচকায় ব্যবহৃত পানি বা বরফ যদি দূষিত হয়, তবে তা থেকে টাইফয়েড, হেপাটাইটিস-এ ইত্যাদি রোগও হতে পারে। কী করবেন এই সময়? বর্ষায় রাস্তার খাবার, বিশেষ করে টকজলযুক্ত ফুচকা এড়িয়ে চলুন। যদি খুব খেতেই চান, তবে বাড়িতে পরিষ্কার জল ও উপকরণ দিয়ে তৈরি করে খাওয়াই ভালো। শরীরে পেটের সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ফোন ঠিক রাখতে কখন চার্জ দেবেন ?

হঠাৎ করে যদি ফোন খারাপ হয়ে যায়, তাহলে তা আজকের সময়ে অনেক কঠিন হতে পারে। কারণ, ফোনে পেমেন্ট করা থেকে শুরু করে মেইল চেক করা পর্যন্ত অনেক কিছুই করা হয়। আবার স্মার্টফোনের বয়স বাড়ার সাথে সাথে এর ব্যাটারি আগের মতো চলে না, এটাও আমরা জানি। কিন্তু, আমরা অজান্তেই ফোনের ব্যাটারির ক্ষতি করতে শুরু করি।

স্মার্টফোনের অফার -আসলে বেশির ভাগ সময়ে দেখা যায় ঘুমানোর সময় ফোন চার্জে রাখা হয়। মনে করা হয় এটি করলে ঘুম থেকে ওঠার পরে ফোনটি পুরোপুরি চার্জ হয়ে যাবে। এবং পুনরায় ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু এমনটা করলে ফোনের ব্যাটারির ক্ষতি হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাটারির লাইফ চার্জ সাইকেল পরিমাপ করা হয়। আইফোনের ব্যাটারি সম্পর্কে অ্যাপল বলছে, প্রায় ৫০০ চার্জিং সাইকেলের পরই বড় ধরনের কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রাতারাতি ফোন চার্জ দিলে ১০০ শতাংশ চার্জ হওয়ার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর কিছু সময় পর ব্যাটারি যখন ৯৯ শতাংশে নেমে যায়, তখন আবার চার্জ হতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়াটিকে ব্যাটারি ট্রিকল বলা হয়। এমন পরিস্থিতিতে এই চার্জ সাইকেল ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে।

আইফোনগুলিতে ব্যাটারি ট্রিকল প্রতিরোধের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আপনি যখন ঘুমাতে যান এবং জেগে ওঠেন, তখন এটি বোধগম্য হয়। সেই অনুযায়ী ফোন চার্জ করুন। এমন পরিস্থিতিতে মনে রাখবেন আপনি সেটিংসে গিয়ে এই ফিচারটি চালু করেছেন। বেশিরভাগ অ্যান্ড্রয়েড ফোনে এই ফিচার থাকে না, তাই ব্যাটারি অপটিমাইজেশন চালু করতে পারেন। আইপ্যাডেও এই বৈশিষ্ট্য নেই। এই ক্ষেত্রে, এই ডিভাইসগুলিতে ব্যাটারি ট্রিকলও ঘটে। ফোনের ব্যাটারি লাইফ বাড়ানোর জন্য ব্যাটারি ২০ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ এর মধ্যে থাকলে চার্জ দিতে হবে। ফোন ১০০ শতাংশ চার্জ হওয়া এড়ানো উচিত। ফোনটি পুরোপুরি বন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করা উচিত। চরম তাপমাত্রা ফোনের ব্যাটারিও নষ্ট করে দেয়। একটি বিষয় হলো, প্রতি দুই বছর পর পর ফোন আপগ্রেড করলে চার্জিং নিয়ে আপনাকে খুব বেশি ভাবতে হবে না।

খালি পেটে এই ৭ কাজ করলে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়বেন

সকালের শুরুটা সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর হোক, তা আমরা সবাই চাই। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন কিছু অভ্যাস রয়েছে, যা ভালো মনে করে করলেও খালি পেটে তা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। সকালে উঠেই খালি পেটে এক কাপ গরম চা বা কফি না খেলে দিন শুরু হয় না অনেকের। চা বা কফি দুধ দিয়ে হোক বা দুধ ছাড়া, সকাল সকাল চা লাগবেই।

এছাড়া খালি পেটে ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস কমবেশি সবার রয়েছে। আবার ওজন কমাতে যারা ব্যায়াম করছেন, তারাও সকাল সকাল খালি পেটেই শরীরচর্চা করছেন।

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে, এ সব কাজ সাতসকালে খালি পেটে করে নেওয়াই ভাল। কিন্তু এতে যে বিপদ ডেকে আনছেন তা কয়জনে যানে।

খালি পেটে কোন কোন কাজ করলে অসুস্থ বা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির সৃষ্টি হতে পারে, তা জেনে রাখা ভালো।

১. চা বা কফি "বেড টি" কথাটি শুনতে যতই ভালো লাগুক না কেন, সাতসকালে দুধ চা বা দুধ-চিনি দিয়ে কফি খেলে পেটের অবস্থা খারাপ হবেই। সারা রাত পাকস্থলী খালি থাকে। বিপাকক্রিয়ার হার কম থাকে। তাই পাকস্থলীকে কিছুটা সময় দেওয়া জরুরি। তার আগেই যদি অতিরিক্ত ক্যাফিন দেওয়া খাবার বা ভাজাভুজি খেতে শুরু করেন, তা হলে পাকস্থলী সংবেদনশীল হয়ে উঠবে। পেট ফাঁপা, 'ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম'-এর কারণ কিন্তু এই বদভ্যাসই। সকালে উঠে আগে এক গ্লাস পানি পান করুন। তার পর সকালের খাবারের পরে চা বা কফি খাওয়া ভালো।

২. খালি পেটে ওষুধ খাওয়া

সকালে উঠেই খালি পেটে ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস একেবারেই ঠিক নয়। বিশেষ করে ব্যথানাশক ওষুধ ও কিছু অ্যান্টিবায়োটিক। আইবুপ্রোফেন, নেপ্রোক্সেন জাতীয় ওষুধ খালি পেটে খেলে আলসারের সমস্যা হতে পারে। স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধও খালি পেটে খাওয়া ঠিক নয়। এতে রক্তচাপের তারতম্য হতে পারে। ৩. খালি পেটে ব্যায়াম খালি পেটে কার্ডিয়ো বা স্ট্রেংথ ট্রেনিং করা ঠিক নয়। জগিং বা স্কিপিং করতে হলেও তার ঘণ্টা দুয়েক বা এক ঘণ্টা আগে হালকা কিছু খেতে হবে। পেশির শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম বা ওজন কমানোর ব্যায়াম খালি পেটে করলে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ কমে গিয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। তাই শরীরচর্চা অন্তত ২ ঘণ্টা আগে একটি কলা, ব্রাউন ব্রেড বা একমুঠো বাদাম খেতে পারেন। ৪. টক জাতীয় ফল খাবেন না লেবু, কমলা, আনারস বা পেয়ারা খালি পেটে খেলে অম্বল, বুকজ্বালার সমস্যা হতে পারে। কেক, বিস্কুটও খালি পেটে খাওয়া ঠিক নয়। আবার দই, আচার খালি পেটে খেলে গ্যাসট্রিক আলসারের ঝুঁকি বাড়বে। ৫. ধূমপান ও মদ্যপান খালি পেটে ধূমপান করলে নিকোটিন দ্রুত রক্তে শোষিত হয়, যা হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি করে, রক্তচাপ বাড়ায় এবং গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে পেটের আলসার বা প্রদাহের কারণ হয়ে ওঠে। খালি পেটে মদ্যপান করলেও একই সমস্যা হবে। রক্তে টক্সিনের মাত্রা এতটাই বেড়ে যাবে যে, লিভারের জটিল রোগ হওয়ার ঝুঁকি বাড়বে। ফ্যাটি লিভার হওয়ার আশঙ্কাও বাড়বে। ৬. খালি পেটে স্যালাড পুষ্টিকর ভেবে খালি পেটে কাঁচা আনাজ বা ফল ভুলেও খাবেন না। ফাইবারে ভরপুর খাবার খেতে হলে সঙ্গে ফ্যাট বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় হালকা খাবারও রাখতে হবে। যেমন ভাত বা রুটি, পাউরুটির সঙ্গে স্যালাড খাওয়া যেতে পারে। অথবা চিকেন সেদ্ধর সঙ্গে স্যালাড খাওয়া যাবে। ৭. ঘুম থেকে উঠেই কাজে বসবেন না ঘুম থেকে উঠেই মোবাইল দেখা বা ল্যাপটপে কাজ করতে বসে যাওয়ার অভ্যাস স্বাস্থ্যকর নয়। অনেকেই সকালে উঠে আগে মেল বা হোয়াটঅ্যাপ দেখেন। এতে চোখের ক্ষতি তো হয়ই, মস্তিষ্কেরও ক্ষতি হয়। কাজে মনোযোগ কমে, ভুলভ্রান্তি বাড়ে। সব সময় কাজে বসার আগে কিছু খেয়ে নিতে হবে। তাতে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়বে।

গবেষণা বলছে কফি পানে তারুণ্য ধরে রাখা সম্ভব

সম্প্রতি আমেরিকান সোসাইটি ফর নিউট্রিশনের বার্ষিক সম্মেলনে এমনই তথ্য উঠে এসেছে এক গবেষণায়। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউট্রিশনাল সায়েন্সের অধ্যাপক ড. সারা মাহদাভির নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণায় দেখা গেছে, ৫০ বছর বয়সে প্রতিদিন এক থেকে তিন কাপ ক্যাফেইনযুক্ত কফি পানকারী নারীরা বার্ধক্যে কাটিয়ে অনেকটা সুস্থ ছিলেন। তারা বড় কোনো অসুস্থতা ছাড়াই ছিলেন শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সুস্থ থেকেছেন। এই গবেষণাটি করা হয়েছে 'নার্সেস হেলথ স্টাডি' থেকে নেয়া ৪৭ হাজার নারীর খাদ্যাভ্যাস বিশ্লেষণ করে। তাদের মধ্য বয়সে তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী ৩০ বছর ধরে তাদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সব ধরনের ক্যাফেইন নয়, শুধু কফি: গবেষণায় দেখা গেছে, কফির এই উপকারিতা শুধু ক্যাফেইনযুক্ত কফির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। চা, ডিক্যাফ কফি বা কোলা জাতীয় অন্যান্য ক্যাফেইনযুক্ত পানীয়তে এই উপকার পাওয়া যায়নি। বরং কোলা বা সফট ড্রিংক বেশি পান করলে সুস্থ বার্ধক্যের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ড. ডেভিড কাও জানান, এই গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ক্যাফেইন নয়, বরং কফির মধ্যেই রয়েছে স্বাস্থ্য রক্ষাকারী উপাদান। গবেষণাটি যদিও পর্যবেক্ষণমূলক, অর্থাৎ এটি সরাসরি কারণ-ফল নির্ধারণ করতে পারে না, তবুও এটিকে মানসম্মত গবেষণা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কারণ এতে জীবনধারা, খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় এনে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ড. মাহদাভির মতে, হরমোনের প্রভাবে শরীরে ক্যাফেইনের প্রভাব বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থা, মেনোপজ কিংবা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি গ্রহণের সময় ক্যাফেইনের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তাই যারা কফি খাচ্ছেন না তাদের যে তারুণ্য ধরে রাখা সম্ভব হবে না এমন নয়। তবে যারা আগে থেকেই কফি খান, তাদের জন্য এটি স্বস্তির বার্তা কফি স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে না বরং সহায়ক হতে পারে। কাদের জন্য সাবধানতা জরুরি: যাদের উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, উদ্বেগ বা ঘুমের সমস্যা রয়েছে, তাদের অবশ্যই কফি খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। কারণ অতিরিক্ত ক্যাফেইন এই সমস্যাগুলো বাড়াতে পারে। টিউলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. লু কিও মনে করেন, সকালের দিকে কফি পান করা স্বাস্থ্যকর হতে পারে, তবে দিনের অন্যান্য সময় কফি পান করলে এর সুফল কমে যেতে পারে। সুস্থ বার্ধক্য অর্জনে কফি হয়তো সহায়ক, তবে একমাত্র উপায় নয়।

বুধবার আগরতলা খুঁটি পুজার আয়োজন করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের সৃজনশীল স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

নতুন দিল্লি, ০৬ আগষ্ট, ২০২৫: সৃজনশীল স্বাধীনতা এবং ওটিটি নিয়ন্ত্রণ: সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের অধীনে সৃজনশীল স্বাধীনতা সহ মত প্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত রয়েছে।

ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলিতে ক্ষতিকারক বিষয়বস্তুর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য, সরকার ২৫.০২.২০২১ তারিখে তথ্য প্রযুক্তি (মধ্যস্থতাকারী নির্দেশিকা এবং ডিজিটাল মিডিয়া, নীতিশাস্ত্র কোড) বিধিমালা, ২০২১ আইটি আইন, ২০০০ এর অধীনে অবহিত করেছে।

নিয়মের তৃতীয় অংশে ডিজিটাল সংবাদ প্রকাশক এবং অনলাইন কিউরেটেড বিষয়বস্তুর (ওটিটি প্ল্যাটফর্ম) প্রকাশকদের জন্য একটি নীতিশাস্ত্র কোডের বিধান রয়েছে।

ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলিকে বর্তমান বলবৎ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কোনও বিষয়বস্তু না দেখানোর বিষয়ে বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এই নিয়মগুলি আরও একটি তিন-স্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রদান করে যা নিম্নরূপ:

স্তর ১: প্রকাশকদের দ্বারা স্ব-নিয়ন্ত্রণ।

স্তর ২: প্রকাশকদের স্ব-নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির দ্বারা স্ব-নিয়ন্ত্রণ।

স্তর ৩ - কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা তদারকি ব্যবস্থা।

মন্ত্রক কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগগুলি আইটি নিয়ম, ২০২১ অনুসারে সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলিতে পাঠানো হয়।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সাথে যথাযথ পরামর্শের পর, সরকার অশ্লীল বিষয়বস্তু প্রদর্শনের জন্য ৪৩টি ওটিটি প্ল্যাটফর্মকে ব্লক করেছে।

সরকারি বিজ্ঞাপন:

সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন (সিবিসি) সংবাদপত্র, টিভি/রেডিও, আউটডোর, ডিজিটাল মিডিয়া ইত্যাদি সহ বিভিন্ন মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ভারত সরকারের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে থাকে।

উদ্দেশ্যপূর্ণ বার্তার বিস্তৃত কভারেজ নিশ্চিত করার জন্য, প্রিন্ট, অডিও-ভিজ্যুয়াল, ডিজিটাল, আউটডোর প্রচার ইত্যাদির মতো বিভিন্ন মিডিয়ার বিষয়ে বিস্তারিত নীতি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশিকাগুলি সিবিসি ওয়েবসাইট ত্বত্নত্বত্ত্রত্থ.ত্বন্তুদ্র-এ পাওয়া যাবে।

এভিজিসি-এক্সআর সেক্টরের প্রচার:

এভিজিসি-এক্সআর-এর মধ্যে অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস এবং এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটি সেক্টর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভারত সরকার এভিজিসি-এক্সআর সেক্টরকে ভারতের সৃজনশীল বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম মূল উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। ২০২২ সালের এপ্রিলে গঠিত একটি জাতীয় এভিজিসি-এক্সআর টাস্ক ফোর্স এই সেক্টরের প্রচারের জন্য কৌশলগত রোডম্যাপ তৈরি করেছে।

এভিজিসি সেক্টরের জন্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলি হল নিম্নরূপ:

বিশ্ব অডিও ভিজ্যুয়াল এবং বিনোদন শীর্ষ সম্মেলন ২০২৫

ভারতকে মিডিয়া এবং বিনোদনের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১ থেকে ৪ মে ২০২৫ পর্যন্ত মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়।

সৃজনশীল প্রযুক্তির জন্য আইআইটি এবং আইআইএম-এর আদলে আইআইটি তৈরি করা হয়েছে।

এটি গুগল, মেটা, এনভিডিয়া, মাইক্রোসফ, অ্যাপল, অ্যাডোব, ডব্লিউপিপি ইত্যাদির মতো বড় বড় আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলির সাথে শিক্ষাগত সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

আইআইসিটি পেশাদার এবং প্রশিক্ষকদের জন্য এভিজিসি-এক্সআর ডোমেনে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

উদ্বোধনী শিক্ষাগত অফারে গেমিংয়ে চারটি বিশেষায়িত কোর্স, পোস্ট প্রোডাকশনে চারটি কোর্স এবং অ্যানিমেশন, কমিক্স এবং এক্সআর-এর নয়টি কোর্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরও বিস্তারিত ঠ্ঠম্ন://ঠত্বত্বন্তুদ্র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ লোকসভায় এই তথ্য জমা দিয়েছেন।

বিহারে ভোটার তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষ নাম বাতিলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের, ৯ আগস্টের মধ্যে জবাব তলব

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট : বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (সার) প্রক্রিয়ার সময় স্বচ্ছতা ছাড়াই ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৬৫ লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্ট বুধবার নির্বাচন কমিশনকে (ইসিআই) ৯ আগস্টের মধ্যে বিস্তারিত জবাব দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে। বিচারপতি সুর্য্য কান্ত, উজ্জ্বল ভূঁইয়া ও এন কোটিশ্বর সিংয়ের বেঞ্চ এই নির্দেশ জারি করেছে। গণতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য কাজ করা সংস্থা অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) মামলাটি করেছে।

সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত এডিআর-র আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানান, নির্বাচন কমিশন যেসব ভোটারদের নাম বাদ দিয়েছে তাদের পরিচয় স্পষ্ট করা হয়নি। বাদ পড়া ব্যক্তিরা মৃত না কি স্থানান্তরিত, সে বিষয়েও কোনও তথ্য নেই। এছাড়াও, রাজনৈতিক দলগুলিকে ব্লক স্তরে তালিকা দেখার সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে দাবি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বহু ক্ষেত্রে বুথ লেভেল অফিসারের (বিএলও) সুপারিশ ছাড়াই নাম অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দেওয়া হয়েছে। দুইটি বিধানসভা কেন্দ্রের উদাহরণ টেনে ভূষণ বলেন, ১২ু এর্ন্টিতে বিএলও-র স্বাক্ষর পর্যন্ত নেই।

বেঞ্চ জানিয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকা রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্লক স্তরে ভাগ করে নেওয়া উচিত। আদালত প্রশ্ন তোলেছে, এই তালিকা রাজনৈতিক দলগুলিকে আদৌ দেওয়া হয়েছিল কিনা।

নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী আদালতে জানান, খসড়া তালিকা প্রকাশ্যে আনা হয়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গেও ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। আদালত তখন বলে, তাহলে লিখিত জবাবে সেটি স্পষ্ট করে দিন। সেই সঙ্গে তালিকা কাদের দেওয়া হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে আদালতে জমা করুন। আদালত বলেছে, প্রতিটি ভোটারকে সঠিকভাবে তথ্য দেওয়া ও তাদের মতামত জানানোর সুযোগ থাকা উচিত। রাজনৈতিক দল ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছেও এই তথ্য থাকা জরুরি। মামলার পরবর্তী শুনানি ১২ আগস্ট ধার্য্য করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই বছরের ২৪ জুন নির্বাচন কমিশন 'রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল অ্যাক্ট, ১৯৫০'-এর ধারা ২১(৩) অনুসারে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (সার) প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এডিআর এবং অন্যান্য আবেদনকারীরা দাবি করেছেন, ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্বাচন কমিশন যে ১১টি নির্দিষ্ট নথি (যেমন জন্ম সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, বাসস্থানের প্রমাণপত্র ইত্যাদি) চেয়েছে, তার কোনও আইনি ভিত্তি নেই। আবেদনকারীরা আরও প্রশ্ন তোলেন, নির্বাচন কমিশন নাগরিকত্ব যাচাইয়ের ক্ষমতা রাখে কিনা। কারণ এই দায়িত্ব মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পড়ে। এই ইস্যুতে 'ইন্ডি' জোটের বিরোধী দলগুলি সংসদে প্রতিবাদ জোরদার করেছে। কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে, তৃণমূল কংগ্রেস ও শিবসেনা (উদ্ধব) সহ ৮টি দল লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়ে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা চেয়েছে।

তাঁদের দাবি, নির্বাচনের আগ মুহূর্তে এই ধরনের সংশোধন "অভূতপূর্ব" এবং এর গভীর রাজনৈতিক প্রভাব পড়তে পারে। বিরোধীদের মতে, এই প্রক্রিয়াটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভোটাধিকার কেড়ে নিতে পারে। তবে সরকার বলেছে, বিরোধীরা নির্বাচনী সংস্কারের ইস্যুতে অহেতুক রাজনীতি করছে।

গত ২৮ জুলাই শীর্ষ আদালত খসড়া তালিকা প্রকাশে স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করলেও নির্বাচন কমিশনকে সতর্ক করে বলেছিল, এই প্রক্রিয়ায় গণহারে বাদ দেওয়ার পরিবর্তে, গণহারে অন্তর্ভুক্তির দিকেই নজর দেওয়া উচিত। আধার বা এপিক-কে প্রামাণিক দলিল হিসেবে ধরা যেতে পারে। জাল নথি থাকলে, তা ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত।

বিলোনীয়ায় তিরঙ্গা র‍্যালি ও তিরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ আগস্ট: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আজ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং শিক্ষা দপ্তর ও বিলোনীয়া ওরিয়েন্টাল ক্লাবের সহযোগিতায় বিলোনীয়াতে তিরঙ্গা র‍্যালি ও তিরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিকেআই গ্রাউন্ডে গিয়ে শেষ হয়। এই র‍্যালি ও যাত্রার সূচনা করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মাইলাফু মগ, সমাজসেবী দীপায়ন চৌধুরী সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এবং তিরঙ্গা যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন ওরিয়েন্টাল ক্লাবের প্রায় ১০০ বাইক আরোহী।

পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্ব গ্রহন করলেন নমিত পাঠক

আগরতলা, ৬ আগস্ট: পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্ব গ্রহন করলেন নমিত পাঠক। পশ্চিম জেলার সদ্য প্রাক্তন পুলিশ সুপার ডঃ কিরণ কুমার কে, আনুষ্ঠানিকভাবে আজ জেলার নতুন এসপি নমিত পাঠকের কাছে তার দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। পুষ্পস্তবক নিয়ে নতুন জেলা পুলিশ সুপারকে স্বাগত জানিয়েছেন সদ্য প্রাক্তন পুলিশ সুপার। উল্লেখ্য, পশ্চিম জেলার সদ্য প্রাক্তন পুলিশ সুপার ডঃ কিরণ কুমার কে, গোমতী জেলার পুলিশ সুপারের দ্বায়িত্ব সামলাবেন।

বিহার-উত্তরপ্রদেশসহ বহু

● প্রথম পাতার পর

হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পর্যটকদের আপাতত সেইসব এলাকায় ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।

উত্তরপ্রদেশের ২১টি জেলা, যেমন অউরাইয়া, বারাণসী, প্রয়াগরাজ, মির্জাপুর, গাজীপুর এবং বলিয়া বন্যার কবলে। গঙ্গা নদী একাধিক জেলায় বিপদসীমার উপরে বইছে, সেইসঙ্গে ইয়মুনা ও বেতওয়া নদীও জল বাড়াতে শুরু করেছে।

প্রয়াগরাজে টানা বৃষ্টির কারণে গঙ্গা ও ইয়মুনার জল প্রবলভাবে বেড়েছে। শহরের আশপাশের ২০০টি গ্রাম এবং প্রায় ৬০টি বসতি জলের তলায় চলে গিয়েছে। বহু মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের গুনা ও শিবপুরী জেলায় বন্যা পরিস্থিতি চরমে পৌঁছেছে। টানা বর্ষণের কারণে নদ-নদীর জল বেড়ে বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে। বহু এলাকা জলমগ্ন। রাজ্য সরকার বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী পাঠিয়েছে এবং উদ্ধারকার্য চলছে।

দিল্লি এবং এনসিআর অঞ্চলে ৮ আগস্ট পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। এই সময়ে হালকা বৃষ্টিপাত ও বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ১—২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকবে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দিল্লিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২—৩৩ঙ্সঙ্খ এবং সর্বনিম্ন ২৫—২৬ঙ্সঙ্খ, যা এই সময়ে স্বাভাবিক বলেই ধরা হয়। বাতাসের গতি ছিল ১৬ কিমি/ঘণ্টা পর্যন্ত, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছে। দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের জন্য ৬ থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ৬ আগস্ট সকাল থেকে হালকা বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২—৩৪ঙ্সঙ্খ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪—২৬ঙ্সঙ্খ থাকবে। বাতাসের গতি সকালবেলা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ১২ কিমি/ঘণ্টা এবং বিকেলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ১৬ কিমি/ঘণ্টা পর্যন্ত প্রবাহিত হবে। ৭ আগস্ট হালকা বৃষ্টিপাত বা বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে, তাপমাত্রা ৩৩—৩৫ঙ্সঙ্খ এর মধ্যে থাকবে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪—২৬ঙ্সঙ্খ থাকবে। বাতাসের গতি সারাদিন দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আসবে, তবে তা ধীরে ধীরে কমতে পারে। ৮ আগস্টও হালকা বৃষ্টিপাত বা বজ্রপাত হতে পারে এবং তাপমাত্রা ৩৩—৩৫ঙ্সঙ্খ এর মধ্যে থাকবে। সেই সঙ্গে বাতাসের গতি সকাল এবং বিকেলে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে কমে যাবে।

এমন পরিস্থিতিতে নাগরিকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে বজ্রপাত চলাকালীন গাছ বা বৈদ্যুতিক খুঁটির নিচে আশ্রয় নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এছাড়া, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বাইরে বেরোনোর প্রয়োজন না হলে নিরাপদে ঘরে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু উত্তর দিকে সরে যাওয়ায় বিহার এবং উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে বর্ষার গতি বাড়ছে। স্কাইমেট নামক বেসরকারি আবহাওয়া সংস্থা জানাচ্ছে, গত ১২ বছরে এই প্রথম জুন ও জুলাই মাসে গড়ের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

দেশের একাধিক রাজ্যে বৃষ্টিপাত এবং তার ফলে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতি এখন যথেষ্ট উদ্বেগজনক। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চলছে। নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বারবার সতর্ক থাকার এবং সরকারি নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিশেষ করে বন্যা বা ভূমিধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে যথেষ্ট সচেতনতা বজায় রাখা আবশ্যক।

এই অবস্থায় বর্ষাকালীন পরিকল্পনা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

উত্তরকাশীতে মহা বিপর্যয় : মুখ্যমন্ত্রী ধামিকে ফোন প্রধানমন্ত্রী মোদীর, খোঁজ নিলেন উদ্ধারকার্যের

দেরাদুন, ৬ আগস্ট : উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলার ধারালি এলাকায় পরপর দুইবার মেঘভাঙ্গা বৃষ্টিতে গোটা গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে ফোন করে পরিস্থিতির খোঁজ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও উদ্ধারকার্য্য সম্পর্কেও বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী ধামি জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং সমস্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমন্বয় রেখে কাজ করছে। বৃষ্টির কারণে কিছু এলাকা দুর্গম হয়ে পড়লেও, নিরবচ্ছিন্নভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য্যক্রম চালানো হচ্ছে, জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী ধামি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সকালে ধারালি এলাকায় চলমান উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য্যক্রমের বিষয়ে ফোনে তথ্য নিয়েছেন। রাতভর চলা উদ্ধার অভিযান, দুর্গতদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবার প্রাপ্যতা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়েছে। তিনি আরও লেখেন, প্রধানমন্ত্রীর অকুণ্ঠ সহায়তা এবং সহমর্মিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি উদ্ধার অভিযানে নিযুক্ত দলগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি এবং নিজেও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী আশ্বস্ত করেছেন, এই সঙ্কট মোকাবিলায় কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে সবরকম সহায়তা দেবে। মঙ্গলবারও প্রধানমন্ত্রী এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে সেনা ছাউনিতে হওয়া ক্ষয়ক্ষতি ও নিখোঁজ সেনা সদস্যদের বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা ব্যক্ত করেছেন।

এদিকে ধারালি ও সংলগ্ন অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন এবং পরিকাঠামোর উপর প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে চলছে উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা।

ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) ইতিমধ্যেই উত্তরাখণ্ডের জন্য 'ভারী বৃষ্টিপাত'-এর লাল সতর্কতা জারি করেছে। পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, উত্তরকাশী, রুদ্রপ্রয়াগ, চামোলি, বাগেশ্বর, পিথোরাগড়, উদম সিং নগর, দেরাদুন, নেনিতাল, চম্পাবত ও পৌরি গড়ওয়াল জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল থেকে অতিপ্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়।

মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া

● প্রথম পাতার পর

রাজস্ব দফতর, মুখ্য বন সংরক্ষক, আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের সিইও এবং পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসককে মেনে চলতে বলেছে কমিশন।

কমিশন আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছে, উদ্বোধনের তারিখ আগেই ঘোষণা হয়ে থাকলেও, সেটি স্থগিত রাখতে হবে যতক্ষণ না মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে বা কমিশনের পক্ষ থেকে অন্য কোনো নির্দেশ আসছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এমবিবি কলেজ লেক পুনর্নির্মাণ প্রকল্পটি দীর্ঘদিন ধরেই পরিবেশগত ও জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে এবং এর আইনগত অবস্থান এখনো কমিশনের বিবেচনার অধীন।

কর্তব্য ভবন দেশকে উৎসর্গ

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে ভবনটি তৈরি করা হয়েছে। এই উপলক্ষে, প্রধানমন্ত্রী কর্তব্য ভবন প্রাঙ্গণে একটি চারাগাছও রোপণ করেছেন।

বৃক্ষরোপণই বিশ্ব উষ্ণায়নের

● প্রথম পাতার পর

করা। মন্ত্রী বলেন চিন্ময় হরিহর স্কুল ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতি অর্জন করেছে এবং বহু প্রতিকূলতার পর মোহনপুরে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও, অদূর ভবিষ্যতে এখানে একটি আবাসিক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হবে, যা দরিদ্র শিশুদের জন্য সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের উপ-চেয়ারম্যান শঙ্কর দেব, বিশিষ্ট সমাজকর্মী কার্তিক আচার্য্য, স্কুল কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

এইদিন মন্ত্রী অনুষ্ঠানে আগত প্রত্যেকের হাতে একটি করে চারা গাছ তুলে দেয় এবং বাচ্চাদের মধ্যে চকলেট বিতরণ করেন।

উত্তরাখণ্ডে প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত জনজীবন, কেদারনাথ যাত্রা স্থগিত, স্কুল-আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ

দেরাদুন, ৬ আগস্ট : উত্তরকাশী জেলায় পরপর দুটি মেঘভাঙ্গা বৃষ্টির পর একদিন কাটতে না কাটতেই সমগ্র উত্তরাখণ্ডজুড়ে প্রবল বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়ে লাল সতর্কতা জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)। এর ফলে রাজ্যের একাধিক জেলা জুড়ে সতর্কতা এবং জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তরকাশী, রুদ্রপ্রয়াগ, চামোলি, বাগেশ্বর, পিথোরাগড়, উদম সিং নগর, দেরাদুন, নয়নিতাল, চম্পাবত এবং পৌরি গড়ওয়াল জেলার নির্দিষ্ট কিছু স্থানে প্রবল থেকে অতি প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা করা হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে।

এই সতর্কতার প্রেক্ষিতে দেরাদুন, নেনিতাল, টেহরি, চামোলি, রুদ্রপ্রয়াগ, চম্পাবত, পৌরি গড়ওয়াল, আলমোড়া ও বাগেশ্বর জেলায় প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত স্কুল এবং আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আজ বন্ধ রাখা হয়েছে। অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে অনেক স্থানে সংযোগ স্থাপনকরি সড়কগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাস্তা থেকে ধ্বংসস্তূপ সরাতে দিন-রাত কাজ করছে প্রশাসন। ইতিমধ্যে বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কের একাধিক অংশে ধস নামায় যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।এদিকে, টানা বর্ষণের কারণে জনপ্রিয় তীর্থযাত্রা কেদারনাথ যাত্রাও পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপের ফলে যাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে এবং তীর্থপথে বড় ধরনের প্রভাব পড়েছে। রাজ্য প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রেখে চলেছে। নাগরিকদের সতর্কতা অবলম্বন ও প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সাতসকালে পাঞ্জাবের মোহালিতে অক্সিজেন প্ল্যান্টে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত ২, আহত বহু

মোহালি, ৬ আগস্ট : পাঞ্জাবের মোহালি জেলার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ফেজ-৯—এ একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার প্ল্যান্টে বুধবার সকালে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত দুইজনের মৃত্যু হয়েছে এবং গুরুতর জখম হয়েছেন আরও তিনজন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই তীব্র ছিল যে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পরপরই পুলিশ, দমকল ও প্রশাসনের ঊর্ধতন আধিকারিকরা, সহ-জেলা ম্যাজিস্ট্রেটসহ, দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ শুরু করেন।

আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। তাদের বর্তমানে মোহালির সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিস্ফোরণের কারণ স্পষ্ট না হলেও, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন। ঘটনাস্থল ঘিরে রাখা হয়েছে এবং ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। প্রশাসনের এক কর্মকর্তা জানান, এটি একটি বড় ধরণের বিস্ফোরণ ছিল। কীভাবে এটি ঘটল, তা জানতে তদন্ত চলছে। আমরা মৃতদের পরিবারকে সাহায্য ও আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা সুবিধা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই দুর্ঘটনায় এলাকার মানুষদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এলাকাটি ঘিরে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ।

বিশালগড় পৌরসভার অন্তর্গত নাড়াউড়া নিবাসী চিত্তরঞ্জন ঘোষ পিতা মৃত নরেশ চন্দ্র ঘোষ নামে কোন ব্যক্তি যদি থাকেন অথবা উনার ওয়ারিশ হিসেবে যদি কেউ থাকেন তাহলে আগামী ০৮/০৮/২০২৫ ইং বেলা ১১ ঘটিকায় যথাসময়ে সিপাহীজলা জেলাশাসক অফিসে শুনানির সময় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইতি
ভোলা ঘোষ
পিতা মৃত উমেশ চন্দ্র ঘোষ
বিশালগড়
সিপাহীজলা
ত্রিপুরা
৭৯৯১০২

বুধবার আগরতলায় এসইউসিআইএরে উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

মুম্বই পৌরসভা নির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির লক্ষ্য: মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে

মুম্বই, ৬ আগস্ট: মহারাষ্ট্রে ২০২৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী বড় চ্যালেঞ্জ এখন মুম্বই পৌরসভা নির্বাচন, যার প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। রাজ্যের শাসক দল বিজেপি এবং তার সহযোগী দলগুলো - অজিত পাওয়ারের এনসিপি ও একনাথ শিন্ডের শিবসেনা - নির্বাচনী প্রস্তুতির শেষ ধাপে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, বিরোধী পক্ষ, কংগ্রেস এবং শারদ পাওয়ারের এনসিপি ও উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনাও নিজেদের শক্তি পুনর্গঠন করতে ব্যস্ত।

এদিকে, বিজেপি দলের পক্ষ থেকে একদিকে যেমন কেডার নির্মাণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে বিরোধীরা তাদের হারানো জনপ্রিয়তা ও ভোটার সংযোগ পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করছে। বিজেপির লক্ষ্য ২০২৯ সালে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে এককভাবে সরকার গঠন করা, এবং এর জন্য তারা এখন থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বিজেপি ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে ২৮৮ আসনের মধ্যে ১৩২টি আসন জিতে একটি শক্তিশালী জয় অর্জন করেছিল। এটি দলের জন্য একটি বিশাল সাফল্য, বিশেষ করে গত লোকসভা নির্বাচনে দলের খারাপ ফলাফলের পর। ২০১৯ সালে দলটি মাত্র ৯টি আসন জিতেছিল, যা বিজেপির জন্য একটি বড় ধাক্কা ছিল।

এখন বিজেপি দলের লক্ষ্য ২০২৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আরও বড় একটি জয় লাভ করা। তবে এবারের লক্ষ্য এককভাবে সরকার গঠন করার। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব আশা করছে যে, তারা এককভাবে ক্ষমতা দখল করতে পারবে এবং রাজ্য এবং কেন্দ্রে সরকারের নেতৃত্ব প্রদান করতে পারবে। দলের প্রধান লক্ষ্য হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা আরও জোরালোভাবে সামনে আনা, যা তাদের নিয়োগ নীতিতেও প্রতিফলিত হচ্ছে।

মঙ্গলবার, বিজেপি ৫০টিরও বেশি নেতা ও কর্মীকে দলের মধ্যে যুক্ত করেছে, যারা প্রধানত কংগ্রেস এবং উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা থেকে আসেন। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিজেপির রাজ্য প্রধান রবিশঙ্কর চওয়ান, যিনি একথা বলেন, 'আমাদের দলের জন্য একচেটিয়া চিন্তা থাকতে হবে। আমাদের সরকার রাজ্য এবং কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকলে, পরবর্তী লক্ষ্য হলো পৌরসভা নির্বাচন।'

অন্যদিকে, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা একটি চ্যালেঞ্জিং সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ২০১৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলটি ৫৬টি আসন পেয়েছিল, কিন্তু ২০২৪ সালের নির্বাচনে তারা মাত্র ২০টি আসন পেয়েছে। এর পরপরই দলটি থেকে একাধিক সিনিয়র নেতারা চলে গেছেন, এবং অনেকেই একনাথ শিন্ডের গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছেন।

শিবসেনার পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে যখন শাসক জোটের "অপারেশন টাইগার" কৌশল সামনে এসেছে, যা উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা গোষ্ঠীকে মাটির স্তর থেকে ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিত। যদিও দলের নেতারা জনসমক্ষে এসব বিষয়ে খুব বেশি কিছু বলছেন না, তবে ভেতরের অশান্তি এবং দলত্যাগের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এদিকে, উদ্ধব ঠাকরে পরিস্থিতি মোকাবিলায় একটি নতুন কৌশল নিতে চান। সূত্রে জানা গেছে, তিনি রাজ ঠাকরের মণীষী (এমএনএস) দলের সাথে একটি নতুন জোট গঠনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত রেখেছেন। উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, 'এমএনএসের সাথে জোটের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তবে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। আমরা পৌরসভা নির্বাচন প্রস্তুতির জন্য কাজ শুরু করেছি।'

বিরোধী মহা বিকাশ আঘাতি জোটের অন্যতম প্রধান সদস্য কংগ্রেসও অভ্যন্তরীণ সংকটের মধ্যে পড়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস তার সহযোগী দলের চেয়ে ভালো ফলাফল করেছিল, কিন্তু ২০২৪ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে দলের ফলাফল আরও খারাপ হয়েছে। দলের নেতাদের মধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতার প্রস্থান হয়েছে, যা কংগ্রেসের শক্তি দুর্বল করেছে। তবে, কংগ্রেসের নেতৃত্ব এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। দলের শীর্ষ নেতারা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শারদ পাওয়ারের এনসিপি এবং অন্যান্য সহযোগী দলের

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডিমা হাসাও জেলা বিভাজনের দাবিতে হাফলংয়ে আদিবাসী ফোরামের প্রতিবাদ মিছিল

হাফলং, ৬ আগস্ট : বিগত দীর্ঘ সময় ধরে প্রশাসনিক দাবির প্রতি অসন্তোষের মধ্যেই, বুধবার হাফলংয়ে আদিবাসী পিপলস ফোরাম , আদিবাসী ছাত্র ফোরাম ও আদিবাসী মহিলাদের ফোরাম প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে। তারা দিমা হাসাও জেলা দুটি আলাদা প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করার দাবিতে আবারও তাদের আহ্বান তুলে ধরে।

প্রতিবাদকারীরা শহরের মধ্য দিয়ে মিছিল করে এবং উপ-কমিশনার অফিসের সামনে সমবেত হয়। তারা 'বিভাজন চাই, বিশ্রাম চাই না' স্লোগান দিয়ে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আহ্বান জানায়, যাতে পাহাড়ি জেলায় না-দিমাসা আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির জন্য ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়।

আইপিএফ-এর দাবি অনুযায়ী, ডিমা হাসাও জেলা বিভাজনের দাবি ১৫ বছর ধরে বিদ্যমান, যা ২০১০ সালের ৩০ মার্চ, তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের অধীনে প্রাক্তন উত্তর কাচার পাহাড় জেলার নাম পরিবর্তন করে ডিমা হাসাও করার পর থেকে উত্থাপিত হয়েছে। এই নাম পরিবর্তন, যা ডিমাসা সম্প্রদায়কে সম্মান জানাতে করা হয়েছিল, অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিকে আলাদা অনুভব করতে বাধ্য করেছে।

মিডিয়ার সামনে বক্তব্য রাখেন আইপিএফ সভাপতি এল. কুকি। তিনি বলেন, 'সরকারের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে আমরা হতাশ। অসমে নানা জেলা সৃষ্টি হয়েছে কোনো প্রতিবাদ বা দীর্ঘ আন্দোলন ছাড়াই। অথচ আমাদের ন্যায্য দাবি, যে দাবি বহু বছরের সংগ্রামের ফলস্বরূপ, এখনও উপেক্ষিত। আমরা মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তা বিশ্ব শর্মাকে আহ্বান জানাই, তিনি দিমা হাসাও বিভাজনের ঘোষণা করে আমাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করুন।'

আইপিএফ-এর সাধারণ সম্পাদক এল. লিমা কেভমে ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর, হাফলং সার্কিট হাউসে মুখ্যমন্ত্রী আইপিএফ প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বলেছিলেন যে, এই দাবিটি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পূর্ণ হবে। 'সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা আমাদের আন্দোলন স্থগিত করেছিলাম। তবে, এরপর কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই নতুন প্রতিবাদ সেই অপুরণীয় প্রতিশ্রুতির স্মরণ করিয়ে দেয়,' কেভমে বলেন।

তিনি সতর্ক করেন যে, যদি রাজ্য সরকার পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে আদিবাসী পিপলস ফোরাম আগামী দিনে আন্দোলন তীব্র করবে।

হিমন্ত ঘোষণা করলেনঅসহায় এবং দূর্গম এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের জন্য অস্ত্র লাইসেন্স আবেদন করার জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল চালু হবে

গুয়াহাটি, ৬ অগাস্ট : অসমের আদিবাসী জনগণের জন্য অস্ত্র লাইসেন্স আবেদন করার জন্য একটি নতুন অনলাইন পোর্টাল চালু হবে, এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তা বিশ্ব শর্মা ৬ আগস্ট। এই পোর্টালটি বিশেষভাবে 'সংবেদনশীল' ও 'দূর্গম' এলাকার বাসিন্দাদের জন্য তৈরি করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একটি নিবেদিত পোর্টাল আসছে যেখানে আদিবাসী জনগণ, যারা নিজেদের জীবনের প্রতি হুমকি অনুভব করছেন এবং সংবেদনশীল অঞ্চলে বসবাস করছেন, তাঁরা অস্ত্র লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন।' তিনি আরও জানান, আবেদন প্রক্রিয়া হবে নিরাপত্তা যাচাই, প্রমাণীকরণ এবং আইনগত মেনে চলার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, এবং আবেদনকারীদের লাইসেন্স দেওয়ার আগে একটি বহুস্তরীয় স্ক্রুটিনি করা হবে।

এই আবেদন প্রক্রিয়ার জন্য যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। যারা 'অরিজিনাল অধিবাসী বা আদিবাসী ভারতীয় নাগরিক' এবং 'যাদের জীবন ও নিরাপত্তা সংকটের সম্মুখীন, যেহেতু তারা এমন এলাকা থেকে বসবাস করছেন যা সর্তকতার মধ্যে পড়ছে', তারা আবেদন করতে পারবেন। পাশাপাশি, যারা জেলা প্রশাসন দ্বারা সংকেত দেওয়া বা অনুমোদিত নিরাপত্তা সংস্থাগুলির দ্বারা পর্যালোচিত সংবেদনশীল বা দূর্গম এলাকায় বসবাস করছেন, তারাও আবেদন করতে পারবেন।

লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকবে নিরাপত্তা মূল্যায়ন, যাচাই, আইনগত উপযুক্ততা এবং লাইসেন্সের পরবর্তী পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং। পোর্টালটি সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে কাজ করবে।

অন্যদিকে, মে মাসের ২৮ তারিখে অসম রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, আদিবাসী জনগণের মধ্যে যারা 'সংবেদনশীল এবং দূর্গম' এলাকায় বসবাস করছেন, তাদের জন্য অস্ত্র লাইসেন্স প্রদান করা হবে যাতে তারা নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আরও জানান, এসব সংবেদনশীল এলাকায় যেমন ধুবরি, মোরিগাঁও, বারপেটা, নগাঁও, দক্ষিণ সালমারা-মানকাছড়, রূপাহী, ঢিং এবং জানিয়া, সেখানে একাধিক মুসলিম জনগণের বসবাস রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন যে, এইসব সংবেদনশীল এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী জনগণ দীর্ঘদিন ধরে তাদের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র লাইসেন্স দেওয়ার দাবিতে সুর তুলছেন, বিশেষ করে অসম আন্দোলন (১৯৭৯-১৯৮৫) সময়কাল থেকে। তিনি আরও বলেন, 'অসমবাসী আন্দোলন করে বাঁচবেন না, বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে বাঁচবেন।'

মধ্যপ্রদেশে ফের বর্বরতা: বন্ধুর সামনেই দলিত মহিলাকে গণধর্ষণ, নৃশংসতার শিকার

ভোপাল, ৬ আগস্ট : মধ্যপ্রদেশে দলিত মহিলাদের উপর বর্বরতার আরও এক ভয়ঙ্কর ঘটনা সামনে এসেছে। সিধি জেলার চুরহাট বনাঞ্চলে এক তরুণী দলিত মহিলাকে পাঁচজন দুষ্কৃতকারী দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে। তার পুরুষ বন্ধুকে আটকে রেখে এই নৃশংস অপরাধ সংঘটিত হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই মহিলা তার বন্ধুর সাথে ঘুরতে এবং ছবি তুলতে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। সেখানেই পাঁচজনের একটি দল তাদের উপর হামলা চালায়। দুষ্কৃতকারীরা প্রথমে মহিলার বন্ধুকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং তারপর মহিলাকে টেনে জঙ্গলের গভীরে নিয়ে যায়। গণধর্ষণের শিকার হওয়ার সময় ওই মহিলা করুণার জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করেন, এমনকি অভিযুক্তদের পায়ে ধরেও তিনি ক্ষমা চান। কিন্তু দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে কোনো অনুশোচনা দেখা যায়নি। দুই জন অভিযুক্ত মহিলার বন্ধুকে বেঁধে রাখে এবং বাকি তিনজন তাকে গণধর্ষণ করে। এই জঘন্য অপরাধের পর দুষ্কৃতকারীরা তাদের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় এবং ঘটনাটি প্রকাশ করলে দু''জনকেই মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়।অসহায় অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে ওই মহিলা দুপুর আড়াইটার দিকে কোনোমতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে একটি নির্মাণস্থলে পৌঁছান। সেখানে তিনি শ্রমিকদের কাছে তার ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা জানান। পরে স্থানীয় সরপঞ্চের স্বামী দলবীর সিং গোন্ডের সাহায্যে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে এবং জঙ্গলের ভিতরে রক্তমাখা তোয়ালে ও ধস্তাধস্তির চিহ্ন খুঁজে পায়। পুলিশ দল রাতভর আশেপাশের গ্রামগুলিতে সন্দেহভাজনদের খোঁজে তল্লাশি চালায়।জেলা পুলিশের এক ঊর্ধতন কর্মকর্তা এই ঘটনাকে 'জঘন্য' বলে মন্তব্য করে বলেন যে, তাদের প্রথম অগ্রাধিকার হলো ওই মহিলার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এলাকার দুর্গমতা এবং সিসিটিভি ক্যামেরার অভাবে তদন্তে বিলম্ব হলেও, তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে অপরাধীদের দ্রুত ধরা হবে এবং কঠোরতম আইনি বিধান অনুযায়ী তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। পুলিশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে, তবে এখনো কোনো গ্রেপ্তারি হয়নি। উল্লেখ্য, এই বর্বরোচিত ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটলো যখন রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেস বিধায়ক আরিফ মাসুদের একটি প্রশ্নের জবাবে মধ্যপ্রদেশ সরকার দলিত এবং আদিবাসী মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের এক ভয়াবহ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে।

তেলিয়ামুড়ায় কৃষকদের উন্নয়নে বিনামূল্যে ট্রাক্টর ও কৃষি সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ আগস্ট: কৃষকদের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে রাজ্য সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় আজ তেলিয়ামুড়া কৃষি বিভাগের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে ট্রাক্টর এবং আধুনিক কৃষি সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায়। কৃষকদের মুখে হাসি ফোটাতে এই ধরনের সরকারি সহায়তা যে কতটা প্রাসঙ্গিক তা তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে।

পাশাপাশি, কৃষি উৎপাদিত সামগ্রী দ্রুত ও সঠিকভাবে সরবরাহের লক্ষ্যে একটি বিশেষ ভেইকেল পরিষেবার সূচনাও করা হয়, যা বড়মুড়া এলাকার একটি কৃষি সংস্থার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়।এই অনুষ্ঠানে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও খুশির পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, কৃষি আধিকারিক রিতেশ দে সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে রাজ্যের কৃষিজীবী মানুষের স্বনির্ভরতার পথে এক ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

টাউন প্রতাপগড়ে গণেশ পূজার খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: টাউন প্রতাপগড়ে এবছরও বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গণেশ পূজার আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে গণেশ পূজার প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও টাউন প্রতাপগড় এলাকাবাসীর উদ্যোগে সপ্তম বর্ষের মত গণেশ পূজার আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার খুঁটি পূজা দিলেন টাউন প্রতাপগড় এলাকাবাসী। এদিন খুঁটি পূজার মাধ্যমে তারা এই বছরের গণেশ পূজার সূচনা করলেন।

পাশাপাশি প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও সাত দিনব্যাপী গনেশ পূজা উপলক্ষে পাঁচশত গরিব দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করবেন। উপস্থিত থাকবেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্যসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

কম্বোডিয়ার সব থেকে উচ্চতর বুদ্ধ মন্দিরের আদলে এবার তৈরি হচ্ছে নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টারের পূজা মন্ডপ

আগরতলা, ৬ আগস্ট: নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টারের খুঁটিপূজা আজ সকালে সম্পন্ন হয়েছে। কম্বোডিয়ার সব থেকে উচ্চতর বুদ্ধ মন্দিরের আদলে এবার তৈরি হচ্ছে ক্লাবের পুজো মণ্ডপ।

ক্লাবের সদস্যরা জানিয়েছেন, প্রতিবছরের মতো এবারও একটি শ্রেষ্ঠ পূজা উপহার দিতে চলেছেন রাজ্যবাসীকে। প্রতিবছরই নেতাজি প্লে ফোরামের দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে এক আলাদা উন্মাদনা কাজ করে রাজ্যবাসীর মধ্যে। এবারেও

কম্বোডিয়ার সব থেকে উচ্চতর বুদ্ধ মন্দিরের আদলে তৈরি করা হচ্ছে পূজার মণ্ডপ। নবদ্বীপের মৃৎশিল্পী এবং মন্ডপ শিল্পীর মাধ্যমে তৈরি হবে মন্ডপ ও প্রতিমা বলে জানিয়েছেন পূজা কমিটির সদস্যরা।

নির্মাণ সামগ্রী চুরি ও ক্রয়ের অভিযোগে ধৃত দুই

আগরতলা, ৬ আগস্ট: নির্মাণ সামগ্রী চুরির অভিযোগে এক চোর এবং নির্মাণ সামগ্রিক ক্রয় করা দোকান মালিককে গ্রেপ্তার করেছে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে পূর্ব আগরতলা থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ জানিয়েছেন, গত ২রা আগস্ট রাজধানীর প্রান্তিক ক্লাব সংলগ্ন তমাল সাহার বাড়ি থেকে নির্মাণ সামগ্রী চুরি হয়েছে। কপার তার সহ বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় চোর। পরবর্তী সময়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। তার ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত চোরের খোঁজে সন্ধান শুরু করে। আজ ভোর নাগাদ রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে নির্মাণ সামগ্রী চুরির অভিযোগে চোরকে আটক করা হয়েছে। সে স্বীকার করেছে চুরি যাওয়া সামগ্রী গুলি নিয়ে সে ভাঙাচোরা দোকানে বিক্রি করেছে। তার বক্তব্য অনুসারে ওই দোকানে গিয়ে দোকান মালিক বিশ্বজিৎ মালাকারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ সীমান্তে নিয়ে অন্যান্য চুরি কাণ্ডের তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ অধিকারীক।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথে নামলেন চারটি গ্রামের জনজাতিরা

আগরতলা, ৬ আগস্ট : সুশাসনের জমানায় আন্দোলন ছাড়াই সমাধান। রাজ্যের শাসকের এই দাবিকে ভুল প্রমাণিত করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ইস্যুতে পথে নামছেন আম জনতা। এবার বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথে নামলেন অমরপুরের খেদারনাল এলাকার চারটি গ্রামের জনজাতিরা। দীর্ঘ ৭ বছরে ধরে রাস্তার বেহাল দশা পরিনত হয়ে রয়েছে। তাই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে আজ পথ অবরোধে নামতে বাধ্য হলেন এলাকার চারটি গ্রামের জনজাতিরা।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বিগত সাত বছর ধরে অমরপুরের খেদারনাল এলাকার রাস্তার কোন সংস্কার হয়নি। সড়কের উপর পুকুর সম গর্তে পড়ে যানবাহন দূর্ঘটনার কবলে পড়ছে।সানীয় লোকজন বাজার হাট থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে দূর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তাছাড়া কিছুদিন পূর্বে এক রোগীকে হাসপাতালে যাওয়ার পথে বেহাল রাস্তার জন্য হাসপাতালে পৌঁছার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। সড়ক সংস্কারের দাবিতে একাধিকবার সড়ক অবরোধ করা হলেও প্রশাসনের তরফে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই আজ অবরোধ করে বসেন জনজাতিরা।

একই রাতে সীমান্ত এলাকায় চারটি গবাদি পশু চুরি , পড়ে উদ্ধার দুই

আগরতলা, ৬ আগস্ট: সীমান্ত এলাকায় চোরের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। সীমান্ত ডিঙিয়ে এসে বাংলাদেশি পাচারকারীরা এই চুরিকাণ্ড চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার গভীর রাতে খোয়াই পহরমুড়া সীমান্ত এলাকা থেকে চারটি উন্নত প্রজাতির গবাদি পশু নিয়ে যায় বাংলাদেশী চোরের দল। পরে সীমান্তরক্ষী এবং পুলিশের চেষ্টায় উদ্ধার হয় দুটি গবাদি পশু।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে চোরের দলটি কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে পহরমুড়া গ্রামে প্রবেশ করে গরুগুলি নিয়ে পালিয়ে যায়। সকালে গোয়াল খালি দেখে মাথায় হাত পড়ে পরিবারের লোকজনের। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় খোয়াই থানা এবং নিকটবর্তী সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের। খবর পেয়েই খোয়াই থানার পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরা যৌথভাবে তল্লাশি অভিযানে নামেন। পরে সীমান্ত এলাকা থেকে দুটি গবাদি পশুকে উদ্ধার করা গেলেও আরো দুটি পশুর সন্ধান মেলেনি।।

নিকট আত্মীয়ই দা দিয়ে কুপিয়েছে, আক্রান্ত গৃহবধূ, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ আগস্ট: ধর্মনগরে এক গৃহবধূকে তারই এক নিকট আত্মীয় দা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সোনারেরবাসা বনবাড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আহত সুমিতা ইয়াসমিন (২১) বর্তমানে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ অভিযুক্ত ছালা উদ্দিনকে আটক করেছে।

আহতের পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগে জানিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছালা উদ্দিন ধারালো দা নিয়ে তাদের বাড়িতে ঢুকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। এরপর রান্নাঘর থেকে সুমিতাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে বের করে বারান্দায় ফেলে এলোপাথাড়ি কোপায়। তার চিৎকারে অন্যরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে। হামলায় সুমিতার দুই হাত, পা ও পিঠে মারাত্মক জখম হয়। খবর পেয়ে পুলিশ রাতেই অভিযুক্তকে আটক করে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই হামলা বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

এদিকে এই ঘটনায় ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযাগ জানিয়ে ধৃতের বিরুদ্ধে মামলা করেন গৃহবধূ সুমিতা ইয়াসমিন। এই ঘটনায় বিএনএস আইনের ৩২৯(৩)/৩৪/১১৮(২) ধারায় ১৭/২০২৫ নম্বরে একটি মামলা গ্রহণ করে পুলিশ। ধৃতকে আদালতে প্রেরণ করা হবে। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা এমন নৃশংস ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন। এই ঘটনা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মেয়াদ উত্তীর্ণ নানা সামগ্রীর বিরুদ্ধে অভিযান বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৬ আগস্ট:বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ নানা সামগ্রী উদ্ধার করে। প্রশাসনের এই অভিযানকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবসায়ীরা অনেকটা আতঙ্কে রয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন দোকানে হানা দেয়।

অভিযানকালে হোটেল, রেস্টুরেন্ট,মুদি দোকান থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ নানা সামগ্রী থেকে শুরু করে প্লাস্টিক কেরি ব্যাগ উদ্ধার করে। এছাড়া রেস্টুরেন্ট এ গিয়ে নিয়ম অনুযায়ী গ্যাস সিলিন্ডার না থাকায় দোকানের মালিক কে আর্থিক জরিমানা করা হয়।

এই অভিযানে নেতৃত্বে ছিলেন বিলোনিয়া মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস, সহকারী মহকুমা আশিষ বিশ্বাস, ডিসিএম সঞ্জয় শীল, ফুড ইন্সপেক্টর শাশ্বতী আচাযী সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকগন , মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন দোকানে ব্যবহার যোগ্য কেরি ব্যাগ দেওয়া হয়, এবং সকল ব্যবসায়ীদের কে সহযোগিতা করার জন্য আবেদন রাখেন , আরও বলেন এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বাংলা ভাষা এবং বাঙ্গালীদের বাংলাদেশী হিসেবে আক্রমণের প্রতিবাদে সরব বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট:বাংলা ভাষা এবং বাঙ্গালীদের বাংলাদেশী হিসেবে আক্রমণ করায় প্রতিবাদে সরব হল বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন। আজ রাজধানী আগরতলায় একে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়। বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির শিকার হয়েছে বাংলা, বাংলা ভাষা এবং বাঙ্গালীদের বাংলাদেশী বলে বিজেপি সরকারের আক্রমণের অভিযোগ তুলে এদিনের বিক্ষোভ মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের এই কর্মসূচি সম্পর্কে ডিওয়াইএফ আই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক বলেন, গোটা দেশব্যাপী বাংলা ভাষা এবং বাঙালিদের হেনস্থা করছে বিজেপি সরকার। যে ভাষায় দেশের জাতীয় সংগীত রচিত, সেই ভাষাকেই গণ্য করতে নারাজ এই সরকার। বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষা এবং বাঙালীরা বিজেপি তারা হেনস্তা হচ্ছে। এ ধরনের অপমান কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। এর বিরুদ্ধে সারাদেশব্যাপী গর্জে উঠবে বাঙালি জাতিরা। এ ধরনের বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে ছাত্র যুবরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই সংঘটিত করবে বলে জানান তিনি।

চিনিবাগান নাকা পয়েন্টে পুলিশের সাফল্য, পাচার রুখে উদ্ধার ২০ লক্ষ টাকার বার্মিজ সিগারেট

আগরতলা, ৬ আগস্ট : কৈলাসহর চিনিবাগান নাকা পয়েন্টে বিশাল সাফল্য পেয়েছে পুলিশের। ধর্মনগর থেকে কৈলাসহরের দিকে আসা একটি বলেরো গাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার হয়েছে। গাড়িটি সন্দেহভাজন মনে হওয়ায় পুলিশ সেটিকে আটক করে এবং তল্লাশিতে ৩৯টি কার্টুন ভর্তি বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকা হবে।

উদ্ধারকৃত গাড়িটির নম্বর টিআর০২এফ০৭৯৯ গাড়ির চালক সুদীপ নাথ (৩৮), যিনি উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগরের তিলথৈ এলাকার বাসিন্দা, তাকেও আটক করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ। এই পুরো অভিযানে বিএসএফ-এর একটি টিমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পুলিশকে সক্রিয় সহায়তা করে।

কৈলাসহর থানার অফিসার ইনচার্জ তাপস মালাকার বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি এই বার্মিজ সিগারেটগুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছিল। আমরা গাড়ি ও চালককে আটক করেছি। এ বিষয়ে উপযুক্ত ধারায় মামলা নেওয়া হবে।"

তিনি আরও জানান, চিনিবাগান নাকা পয়েন্টে চেকিংয়ের সময় পুলিশ ও বিএসএফ-এর সমন্বিত তৎপরতার ফলেই এই চোরাচালান রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এই ঘটনার পর অঞ্চলজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চালকের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

শহরের ইন্দ্রনগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় যানজট নিত্যদিনের সমস্যা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে ট্রাফিক দপ্তরের হস্তক্ষেপের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: শহরে যানজট নিত্য দিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ- অফিস যাওয়ার সময়ে এই যানজট চরম আকার ধারণ করে। শহরের ইন্দ্রনগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন অফিস টাইমে যানজট লেগেই থাকে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই রাস্তা ধরে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে, অফিসে যেতে এক থেকে দু ঘন্টার যানজট পোহাতে হয়। যানজটের ফলে প্রায়শই তাদের গন্তব্যে পৌঁছুতে দেরি হয়। এলাকায় নেই কোন ট্রাফিক কর্মীর দেখা। নিত্যদিনের যানজট হওয়া সত্ত্বেও সমাধানের ট্রাফিক দপ্তর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ। তাতে ক্ষোভে ফুসছেন বাইক ও যানবাহনের চালকরা। নিত্য যাত্রীরা এদিন জানান, শিশুদের নিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে প্রতিদিন তাদের দেরি হয়। অনেক সময় বিদ্যালয়ে সঠিক সময় পৌঁছতে না পারার ফলে ক্লাস না করেই ফিরে আসতে হয় বাচ্চাদের। অফিসে যেতেও অনেক নিত্যযাত্রীরা এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। ইন্দ্রনগর ব্রিজটি অফিস টাইমে কানায় কানায় ভরে ওঠে যানবাহনে। এই যানজট সামলানোর জন্য কোন ট্রাফিক আধিকারিক এই এলাকায় কর্তব্য পালনে থাকেন না। ফলে প্রতিদিনই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যানজটের ফলে আটকে পড়েন যান চালকেরাও। ট্রাফিক দপ্তর এই রাস্তার দিকে বিশেষ নজর দিক, দাবি জানিয়েছে এলাকার সাধারণ নাগরিকেরা।

াঙ্গন

আইএফএ শিল্ড জয়ের ৫০ বছর, ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবস মঞ্চে বিশেষ উদযাপন

‘৭৫-এর আইএফএ শিল্ড জয় ইস্টবেঙ্গলের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় দিন। সেই জয়েরই পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হচ্ছে এবার। শুক্রবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের কেন্দ্রে থাকছে সেই শিল্ড জয়ই।১৯৭৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আইএফএ শিল্ড ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে ৫-০ গোলে হারিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কলকাতা ডার্বিতে যে জয়ের ব্যবধান আজও সর্বোচ্চ। ক্যালেন্ডারে মোটামুটি দু’মাস বাকি থাকলেও, ১ আগস্টের অনুষ্ঠানে সেই জয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। জানা গিয়েছে, প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চে বিশেষ ভিডিও দেখানো হবে ‘৭৫-এর শিল্ড জয় নিয়ে। বেলা এগারোটায় ক্লাবে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের সূচনা হবে।ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকাল চারটের পর। প্রথমে সংগীত পরিবেশন করবেন শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য। তারপর শুরু হবে পুরস্কার বিতরণীর পালা। এবার লাল-হলুদের ‘ভারত গৌরব’ সম্মান পাচ্ছেন দেশের প্রাক্তন হকি অধিনায়ক পিআর শ্রীজেশ।

শুক্রবার সকালে শহরে আসবেন তিনি। তবে ‘ডাঃ রমেশচন্দ্র সেন স্মৃতি জীবনকৃতি সম্মান’ পেতে চলা সত্যজিৎ মিত্র থাকবেন না অনুষ্ঠানে। বিদেশে থাকায় প্রাক্তন লাল-হলুদ অধিনায়কের হয়ে পুরস্কার নেবেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ‘বোমকেশ বসু স্মৃতি জীবনকৃতি সম্মান’-এর প্রাপক মিহির বসু অবশ্য অনুষ্ঠানে থাকবেন।শুক্রবারের অনুষ্ঠানে রাজ্যের দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ফিরহাদ হাকিম-সহ একঝাঁক প্রাক্তন ফুটবলার থাকবেন। পাশাপাশি থাকবে লাল-হলুদের সিনিয়র, রিজার্ভ এবং মহিলা দলের সকলে। তিন দলের ফুটবলারদের সঙ্গে থাকবেন কোচ ও সাপোর্ট স্টাফরাও। এবার লাল-হলুদের পুরুষ ও মহিলা ফুটবলে বর্ষসেরা হয়েছেন সৌভিক চক্রবর্তী ও সৌম্যা গুগুলথ।

বর্ষসেরা প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলার পিভি বিষ্ণু। বর্ষসেরা ক্রিকেটার কণিষ্ক শেঠ। ‘প্রাইড অফ বেঙ্গল’ সম্মান পাবেন ফুটবলার সংগীতা বাসফোর।এছাড়া কোচ সঞ্জয় সেন ও অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ, রেফারি করুণা চক্রবর্তী ও কার্তিক ইন্দু, সমর্থক ননীগোপাল বণিক ও মন্টু সাহা, দাবাড়ু আরণ্যক ঘোষকেও সম্মান জানানো হবে।

অন্যদিকে, আগস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ইস্টবেঙ্গল মাঠ তৈরি হয়ে যাবে বলে ক্লাব সূত্রে খবর।

সেক্ষেত্রে ১০ আগস্টের পর ঘরের মাঠেই কলকাতা লিগের ম্যাচ খেলতে পারে লাল-হলুদ শিবির। পাশাপাশি, মহিলা দলের ১৪ সদস্যের সঙ্গে আরও এক মরশুম চুক্তি বাড়ানোর কথা ঘোষণা করল ইস্টবেঙ্গল।

ধারাবাহিকতা নেই যশস্বীর, কোথায় সমস্যা তরুণ ওপেনারের? ধরিয়ে দিলেন গাওস্কর

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওভাল টেস্টের প্রথম ইনিংসে রান পাননি যশস্বী জয়সওয়াল। ওপেন করতে নেমে ২ রান করে আউট হয়ে গিয়েছেন। এ দিন তরুণ ব্যাটারের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের কিছুটা অভাব দেখা গিয়েছে। তা ছাড়া তাঁর খেলায় একটা সমস্যাও ধরা পড়েছে সুনীল গাওস্করের চোখে।মেঘলা আবহাওয়ায় ব্যাট করতে নেমে বলের লাইন বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল যশস্বীর। ইংল্যান্ডের জোরে বোলারদের সুইং সমস্যায় ফেলছিল তাঁকে। বল ছাড়ার ক্ষেত্রেও এ দিন সাবলীল মনে হয়নি যশস্বীকে। গাস অ্যাটকিনসনের বলে এলবিডব্লিউ হওয়ার পর তাঁর সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন গাওস্কর।গাওস্করের পর্যবেক্ষণ সামনের পা এবং বাঁ কাঁধ ঠিক জায়গায় থাকছে না যশস্বীর। তাই শরীরের ভিতরে ঢুকে আসা বল খেলতে সমস্যা হচ্ছে। গাওস্কর বলেছেন, “যশস্বীর খেলায় কিছুটা অনিশ্চয়তা ছিল। মনে হচ্ছে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে। প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করার পর ওকে আর সাবলীল দেখাচ্ছে না। হয়তো সে কারণেই শরীরের দিকে আসা বল খেলার সময় সামনের পা ঠিক মতো এগোচ্ছে না। যশস্বী যথেষ্ট ভাল ব্যাটার।” এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার উপায়ও বলে দিয়েছেন গাওস্কর। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের অন্যতম ধারাভাষ্যকার বলেছেন, “যশস্বীর উচিত কারও সঙ্গে আলোচনা করা। তা হলেই বুঝতে পারবে পা কোথায় থাকা উচিত বা কাঁধ সামনে দিকে কতটা ঘোরা উচিত। ওর বাঁ দিকের কাঁধ প্রথম বা দ্বিতীয় স্লিপের দিকে ঘুরে যাচ্ছে। এর ফলে সোজাসুজি ব্যাট নামাতে সমস্যা হচ্ছে। বাঁ দিকে কাঁধ উইকেটরক্ষক এবং প্রথম স্লিপের মধ্যে থাকলে সুবিধা হবে। ব্যাট সোজাসুজি নামাতে পারবে।”উল্লেখ্য, যশস্বী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে শতরান করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ৪। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে করেন ৮৭। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৮। তৃতীয় টেস্টের দু’ইনিংসে করেন যথাক্রমে ১৩ এবং শূন্য। চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে করেন ৫৮। দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য। বৃহস্পতিবার করলেন ২ রান। তাঁর ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকতার অভাব স্পষ্ট।

গত এক দশকে ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী ক্রিকেটার বেছে নিলেন শাস্ত্রী, কার নাম নিলেন প্রাক্তন কোচ

টিম ডিরেক্টর এবং কোচ হিসাবে বেশ কয়েক বছর ভারতীয় দলকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন রবি শাস্ত্রী। ধারাভাষ্যকার হিসাবেও দলের খেলা নিয়মিত দেখেন। তাতেই রবি শাস্ত্রীর মনে হয়েছে, বিরাট কোহলির থেকে প্রভাবশালী ক্রিকেটার গত এক দশকে ভারতীয় দলে আর কেউ ছিলেন না। তিনি শুভমন গিলের সঙ্গে কোহলির তুলনাও করেছেন।সম্প্রতি ‘স্টিক টু ক্রিকেট’ পডকাস্টে হাজির হয়েছিলেন শাস্ত্রী। সেখানেই আধুনিক যুগের সেরা ক্রিকেটার বেছে নিতে বলা হয় তাঁকে। একটুও না ভেবে শাস্ত্রীর উত্তর, “এই মুহূর্তে একটা তরুণ দল ইংল্যান্ডে খেলছে। তবে সেরা ক্রিকেটার বা গত এক দশকের সবচেয়ে প্রভাবশালী ক্রিকেটার বেছে নিতে বললে আমি বিরাট কোহলির নামই নেব।”প্রশ্নোত্তর পর্বে শাস্ত্রীকে বেছে নিতে বলা হয়েছিল এমন এক বোলারকে যাঁকে তিনি খেলতে চাইবেন না। এ ক্ষেত্রে সময় না নিয়ে জসপ্রীত বুমরাহকে বেছে নেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, এক ওভারে ছয় ছক্কা না বিশ্বকাপ, কোনটা বেছে নেবেন? শাস্ত্রী হাসতে হাসতে জানান, তাঁর কাছে দুটোই রয়েছে। তবে বিশ্বকাপকেই সবার আগে রাখবেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শাস্ত্রী জানিয়েছিলেন,

লেজেন্ডদের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ভারত, পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে খেলা হবে? ধাওয়ানদের জবাব পাক দলের মালিকের

ভারতের ক্রিকেটারদের আপত্তিতে বাতিল হয়ে গিয়েছে গ্রুপপর্বের খেলা। ভারত ও পাকিস্তান যদি ‘ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অফ লেজেন্ডস’-এর ফাইনালে ওঠে তা হলে কি সেই ম্যাচ হবে? জবাব দিলেন পাকিস্তান দলের মালিক কামিল খান। তাঁর মতে, ফাইনালে উঠলে তখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল হওয়ার পর পাকিস্তান বাকি প্রতিযোগিতায় খেলবে কি না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। তবে কামিল জানিয়েছেন, পাকিস্তান সূচি মেনে খেলবে। তিনি বলেন, “বাকি সব ম্যাচ সূচি মেনেই হবে। তাতে কোনও বদল হচ্ছে না।”তবে নক আউট বা ফাইনালে যদি ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হয় তখন কী হবে। কামিলের কথায়, “সেমিফাইনালে তো চারটে দল থাকবে। যদি দুই দল সেমিফাইনালে ওঠে তা হলে আমরা ভারতের বিরুদ্ধে খেলব না। ভারতও খেলতে চাইবে না। বাকি দুই দল তো আছে। সমস্যা হবে না। আর যদি আমরা ফাইনালে উঠি তা হলে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।”ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল হওয়ার পর সেই ম্যাচের পয়েন্ট কাউকে দেওয়া হয়নি। যদিও কামিলের দাবি, তাঁদেরই ২ পয়েন্ট দেওয়া হবে। তিনি বলেন, “এই ম্যাচের জন্য আমাদের ২ পয়েন্ট দেওয়া হবে। আমরা তো ম্যাচ খেলব না বলিনি। নিয়ম অনুযায়ী আমরাই সেই পয়েন্টের যোগ্য।”পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে সমর্থকদের সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। তার পরেই হরভজন সিংহ, সুরেশ রায়না, শিখর ধাওয়ান, ইরফান ও ইউসুফ পাঠান জানিয়ে দেন যে তাঁরা খেলবেন না। ক্রিকেটারদের এই সিদ্ধান্তের পর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল করে দেন আয়োজকেরা। ভারতীয় সমর্থকদের কাছে তাঁরা ক্ষমাও চান। যদিও এই ঘটনার সব দায় ধাওয়ানের উপর চাপিয়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদি। তাঁর মতে, ধাওয়ানের চাপেই ম্যাচ থেকে নাম সরিয়েছেন বাকি ক্রিকেটারেরা। সেই কারণেই খেলা হয়নি। এ বার সেই বিষয়ে মুখ খুললেন পাকিস্তান দলের মালিক।

‘আত্মহত্যার কথা ভাবতাম’, ডিভোর্সের পর ধনশ্রীকে দায়ী করে বিস্ফোরক চাহাল

বিবাহবিচ্ছেদের সময় আত্মহত্যার কথা ভাবতেন! পডকাস্টে এসে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন যুজবেন্দ্র চাহাল। চলতি বছরই ধনশ্রী বর্মার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয় তারকা স্পিনারের। তারপর এই প্রথমবার নিজের সম্পর্ক নিয়ে খোলাখুলি কথা বললেন তিনি। সাফ জানালেন, বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলাকালীন অবসাদে ভুগতেন। ভাবতেন আত্মহত্যা নিয়েও।দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবন ছিল চাহালের। কিন্তু যথেষ্ট তিক্তভাবে শেষ হয় ধনশ্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। যখন বিচ্ছেদের দিকে এগোচ্ছেন লেগস্পিনার, তখন গভীর অবসাদে ভুগতে শুরু করেন। বিরতি নেন ক্রিকেট থেকেও। পডকাস্টে তিনি বলেন, “অ্যাংজাইটি অ্যাটাক হত আমার। অবসাদে ভুগছিলাম। সোশাল মিডিয়ায় আমাকে নিয়ে যা লেখা হয়, সেই দেখে আত্মহত্যার কথা ভাবতাম।

কখনও প্রচণ্ড কাঁপুনি দিত, আবার কখনও এসি চালিয়েও দরদর করে ঘামতাম।”ভারতীয় ক্রিকেটারের কথায়, ক্রিকেটের ব্যস্ততা সামলে স্ত্রীকে সময় দিতে পারতেন না। ফলে বৈবাহিক জীবনে যে আশা নিয়ে দু’জনে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তা পরিপূর্ণ হয়নি। চাহাল বলেন,”কখনও দু’টি মানুষের মিল হয়না। আমি ক্রিকেটে ব্যস্ত, ও নিজের কাজে। সেভাবে দেখা হত না। আমি ক্রিকেট নিয়ে এতটাই ডুবে থাকতাম যে সম্পর্ক নিয়ে ভাবার সময়ই ছিল না।” তবে ধনশ্রীকে খানিক খোঁচা দিয়ে চাহাল বলেন, ১৮-২০ বছর ধরে যে লক্ষ্যের জন্য পরিশ্রম করেছেন সেটা সম্পর্কের জন ছেড়ে দেওয়া যায় না। স্ত্রী হিসাবে লক্ষ্য অর্জনে পাশে থাকা উচিৎ।

একই সঙ্গে স্বামী হিসাবে নিজের কিছু দোষও স্বীকার করে নিয়েছেন চাহাল।

কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদ চলাকালীন যেভাবে তাঁকে ‘চিটার’ তকমা দিয়েছিল সমাজমাধ্যম, তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, “জীবনে কোনওদিন আমি কাউকে ঠকাইনি।

আমার থেকে বিশ্বস্ত আর কাউকে পাবে না। যারা আমার কাছের, তাদের থেকে আমি কোনওদিন কিছু চাই না, কেবল দিই।” তবে বিবাহবিচ্ছেদের পরে এখন খুশি আছেন বলেই জানান চাহাল।

‘ক্রিকেট কারও জন্য থেমে থাকে না’, ‘নতুন ভারতে’র সাফল্যে রোহিত-বিরাটকে বিঁধলেন পাঠান?

নয়াদিল্লী, ৫ আগস্ট ।। ইংল্যান্ড সিরিজের আগে ছিল আশা-আশঙ্কার দোলা। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির মতো মহাতারকারা টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। সেখানে শুভমান গিলের ‘নতুন ভারত’ কি পারবে অবিশ্বাস্য কিছু করে দেখাতে? হ্যাঁ, সেটা পেরেছেন তাঁরা। ওভালে টেস্ট জিতে ইংল্যান্ড থেকে সিরিজ জয় করে ফিরছে টিম ইন্ডিয়া। তারপরই সোশাল মিডিয়ায় ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা ইরফান পাঠানের।ইংল্যান্ড সিরিজ শুরুর আগে একরাশ বিতর্ক ছিল ভারতীয় দলের জন্য। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি, দুই মহাতারকা আচমকাই টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ান। অনেকের মতে, কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে বনিবনার অভাব এর মূল কারণ। তার উপর নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয় তরুণ শুভমান গিলের উপর।

কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার। লাল বলের ক্রিকেটে রোহিত-বিরাটের অভাব সেভাবে বুঝতে দেননি গিলরা।সোশাল মিডিয়ায় পাঠান লিখেছেন, ‘এই সিরিজ আরও একবার মনে করিয়ে দিল, ক্রিকেট কারও জন্য থেমে থাকে না।’ প্রাক্তন ক্রিকেটার যদিও কারও নাম নেননি। তবে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তায় মনে করা হচ্ছে, রোহিত-বিরাটকে কটাক্ষ করতে পারেননি। উল্লেখ্য, বর্ডার গাভাসকর সিরিজেও রোহিত-বিরাটদের সমালোচনা করেছিলেন তিনি। আরও একটি মত হচ্ছে, জশপ্রীত বুমরাহকেও ইঙ্গিত করা হতে পারে। বুমরাহর ওয়ার্কলোড নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছেন পাঠান।সাম্প্রতিক সময়ে টেস্টে রোহিতের পারফরম্যান্স খুব খারাপ ছিল। ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগছিলেন কোহলিও।

এমন নয় যে, সাই সুদর্শনের মতো তরুণরা আহামরি কিছু করেছেন। তবু রোহিত-বিরাট জমানা ভুলে একটা নতুন দিশায় এগিয়ে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া।

একটা জামার দাম ৩ লাখ টাকা! দেখে চক্ষু ছানাবড়া অর্শদীপ, জুরেলের, ১৭ সেকেন্ডে লন্ডনের দোকান ছেড়ে পালালেন দু’জন

ওভাল টেস্ট শুরুর দু’দিন আগে লন্ডনের একটি বাজারে ঘুরতে গিয়েছিলেন অর্শদীপ সিংহ, ধ্রুব জুরেল। বাইসেস্টার ভিলেজ মার্কেটের বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখছিলেন তাঁরা। একটা দোকানে জামা পছন্দ হওয়ায় ঢোকেন দু’জনে। দাম শুনে না কিনেই বেরিয়ে আসেন তাঁরা।

অবসর সময় বাজারে ঘুরতে গিয়েছিলেন ভারতীয় দলের কয়েক জন। অর্শদীপ, জুরেলের সঙ্গে ছিলেন কুলদীপ যাদব, ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপও। বিভিন্ন দোকানে নানা জিনিস দেখছিলেন অর্শদীপেরা। গ্লুটেনহীন আইসক্রিম খান তাঁরা। একটা দোকানে ঢুকে ভাল কিছু রোদচশমা দেখেন। একটা জায়গায় মধ্যাহ্নভোজও সেরে নেন। তাঁদের বাজারে ঘোরাঘুরির ভিডিয়ো নিজের ইউটিউব চ্যানেলে পোস্ট করেছেন অর্শদীপ।তাঁরা একটা জামাকাপড়ের দোকানেও যান। একটা টি-শার্ট দেখে পছন্দ হয় অর্শদীপের। সেটার দাম ৩ লাখ টাকা দেখে চমকে ওঠেন অর্শদীপ। জুরেলকে তিনি বলেন, “একটা টি-শার্টের দাম ৩ লাখ! কেন ভাই?” সেটা রেখে দিয়ে অন্য জামা দেখতে শুরু করেন তাঁরা। আর একটা পছন্দ হয় জুরেলের। সেটার দাম ছিল ৫০ হাজার টাকা। তা দেখে তিনি অর্শদীপকে বলেন, “ভাই এই জামাটার দাম ৫০ হাজার টাকা! কারা কেনে এ সব জামা? কিছু দিন পরার পর তো নষ্ট হয়ে যাবে।” পোস্ট করা ভিডিয়োয় অর্শদীপ বলেছেন, “দোকানটায় আমরা ১৭ সেকেন্ড ছিলাম। দাম-টাম দেখেই হাঁটা লাগাই।”শেষ পর্যন্ত বাইসেস্টার ভিলেজ মার্কেটের কোনও দোকান থেকে জামা বা অন্য কিছু কিনেছেন কিনা, তা জানাননি অর্শদীপ। ওভাল টেস্টে তাঁর অভিষেকের কথা শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে খেলাচ্ছেন না গৌতম গম্ভীর, শুভমন গিলেরা। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের উপর আস্থা রেখেছেন তাঁরা। জুরেল অবশ্য খেলছেন। গত দু’টি টেস্টে ঋষভ পন্থ চোট পাওয়ায় পরিবর্ত হিসাবে শুধু উইকেট রক্ষা করেছিলেন। পন্থ ওভাল টেস্ট থেকে ছিটকে যাওয়ায় প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছেন তিনি।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজকে অ্যাশেজের সঙ্গে তুলনা করলেন স্টোকস, টেস্ট ক্রিকেটের প্রশংসা ইংরেজ অধিনায়কের মুখে

পাঁচ টেস্টের টানটান লড়াইয়ের পর ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ ২-২ ড্র হয়েছে। তা দেখে দু’বছর আগের অ্যাশেজের কথা মনে পড়ে গিয়েছে বেন স্টোকসের। ইংরেজ অধিনায়ক ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজকে অ্যাশেজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। টেস্ট ক্রিকেটেরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি।সোমবার ম্যাচের পর সাংবাদিক বৈঠকে স্টোকস বলেন, “ভারত এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে ক্রিকেট মাঠে বড় শত্রুতা রয়েছে। অ্যাশেজের সেই একাত্মতাটা নেই বটে। কিন্তু এই সিরিজ সব সময়েই বড় মাপের হয়। মনে হয় না সেটা বদলাবে। এই সিরিজের অংশ হতে পেরে ভাল লেগেছে। প্রতিটা ম্যাচই উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। ভারতও নিয়ন্ত্রণ রেখেছে, আমরাও রেখেছি। ম্যাচটা পেন্ডুলামের মতো দুলেছে।”স্টোকসের সংযোজন, “দু’বছর আগে অ্যাশেজের সময়েও ঠিক একই জিনিস হয়েছিল। এই মাঠে এসে আমাদের জিততেই হত। সেই সিরিজটাও খুব ভাল কেটেছিল। ওটাও ২-২ হয়েছিল, এটাও তাই। এমনিতে আমরা হেরে একটু হলেও হতাশ। তবে এ ভাবেই ক্রিকেটের প্রচার করে যাব আমরা।”স্টোকসের মতে, টেস্ট ক্রিকেটের সেরা রূপ দেখা গিয়েছে এই সিরিজে। তাই ২-২ ফল মেনে নিতেও আপত্তি নেই তাঁর। বলেছেন, “২৫ দিন ধরে চোখে চোখ রেখে লড়াই হয়েছে। আগের চারটে ম্যাচই পাঁচ দিনে গিয়েছে। দুটো ভাল দল একে অপরকে সব রকম চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। কিছুই বাদ রাখেনি। তাই ক্রিকেট সমর্থকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ২-২ সঠিক ফলাফল বলেই আমার মনে হয়। সিরিজ জিততে পারিনি বলে হতাশ ঠিকই, তবে যে মাপের ক্রিকেট খেলা হয়েছে তার জন্য দুটো দলেরই প্রশংসা প্রাপ্য।”

বিতর্ক সত্ত্বেও কেন এশিয়া কাপে ভারত-পাক দ্বৈরথে রাজি? বোর্ডের কোর্টে বল ঠেলল কেন্দ্র!

পহেলগাঁও হামলার পর ভারত-পাক ক্রিকেটীয় সম্পর্ক কোন খাতে বইবে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। তার মধ্যেই ঘোষিত হয়েছে এশিয়া কাপের দিনক্ষণ। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হওয়ার কথা। কিন্তু মঙ্গলবার সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়ে দিয়েছেন, অপারেশন সিঁদুর এখনও চলছে। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে ভারত-পাক দ্বৈরথে রাজি হল বিসিসিআই? ক্রীড়ামন্ত্রক কিন্তু কার্যত দায় চাপিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের উপরেই।সম্প্রতি সংসদে জাতীয় ক্রীড়া বিল ২০২৫ পেশ করা হয়েছে। কিন্তু তা এখনও পাশ হয়নি। এই বিল চালু হলে বিসিসিআইও সরাসরি এর অধীনে আসবে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনে বিসিসিআইয়ের কিছু সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু সেটা যেহেতু এখনও পাশ হয়নি, তাই এশিয়া কাপে ভারত-পাক দ্বৈরথের ক্ষেত্রেও ক্রীড়ামন্ত্রক সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারে না।সংবাদসংস্থা পিটিআইকে ক্রীড়ামন্ত্রকের এক কর্তা বলেছেন, “এখনও পর্যন্ত বিসিসিআই ক্রীড়ামন্ত্রকের অধীনে আসে না। কারণ, ক্রীড়া বিল এখনও সংসদে পাশ হয়নি। ফলে ক্রীড়ামন্ত্রক কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু আমরা অপেক্ষা করছি এবং দেখছি বিসিসিআই কীভাবে মানুষের আবেগের মর্যাদা দেয়।” উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, “ভারত সন্ত্রাসবাদকে গোড়া থেকে নির্মূল করে ছাড়বে। যে কারণে অপারেশন সিঁদুর এখনও থামেনি। এটা পাকিস্তানের জন্য একটা বার্তা।” এই পরিস্থিতিতে কি আদৌ ভারত-পাক ম্যাচ সম্ভব?সম্প্রতি লেজেন্ডস লিগে ভারত-পাক ম্যাচ বাতিল হয়েছে। তার আগে ম্যাচ নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি। এই পরিস্থিতিতে এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণা হলেও ভারত-পাক ম্যাচের ভবিষ্যৎ কী হয়, সেদিকে চোখ থাকবে সবার। শুধু তাই নয়, দুই দল ফাইনালে উঠলে টুর্নামেন্টে তিনবার ভারত-পাক ম্যাচ দেখা যাবে। ‘এ’ গ্রুপে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ওমান আছে। এসিসি’র প্রধান মহসিন নকভি সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছেন ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এশিয়া কাপ।

১১ বছর বয়সেই বৈভবকে সই করাতে চেয়েছিল রাজস্থান, অজানা কথা ফাঁস করলেন দলের কর্তা সঙ্গকারা

আইপিএলে রাজস্থানের হয়ে ভাল খেলে এখন গোটা বিশ্বের নজরে বৈভব সূর্যবংশী। আইপিএলে শতরানের পর দেশের হয়ে ইংল্যান্ডে গিয়েও ভাল খেলছে সে। সেই বৈভবকে নিয়ে অজানা কথা প্রকাশ্যে আনলেন দলের ক্রিকেট ডিরেক্টর কুমার সঙ্গকারা। জানালেন, ১১ বছর বয়সেই বৈভবকে সই করাতে চেয়েছিল রাজস্থান।এ বছর আইপিএলে যখন বৈভবের অভিষেক হয়, তখন তার বয়স ১৩। সম্প্রতি ১৪ পূরণ করেছে সে। অথচ ২০২৩-এ, অর্থাৎ দু’বছর আগেই তার কথা জানতে পেরেছিল রাজস্থান। এমনকি, তাকে ট্রায়ালে ডাকার ভাবনাচিন্তাও করা হয়েছিল। কোনও একটি কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে বরাবরই রাজস্থানের নজরে ছিল বৈভব।স্কাই স্পোর্টসে সাক্ষাৎকারে সঙ্গকারা বলেছেন, “সূর্যবংশী যে বিস্ময় প্রতিভা সেটা ও ইতিমধ্যেই বুঝিয়ে দিয়েছে। ২০২৩-এ রাজস্থান রয়্যালসের একজন বিশেষজ্ঞ প্রথম বার ওর কথা আমায় বলেছিল। জানিয়েছিল, ওর প্রতি আমাদের লক্ষ রাখা উচিত। দরকারে ট্রায়ালে ডেকে পরে সই করানো উচিত। অথচ বৈভবকে প্রথম বার চোখের সামনে দেখলাম ওকে সই করানোর পর। গুয়াহাটির নেটে ওর ব্যাটিং অবশ্য আগেই দেখেছি। জফ্রা আর্চার এবং বাকি জোরে বোলারদের কী অনায়াসে খেলছিল ও।” বৈভবের খেলার বেশ কিছু গুণ ভাল লেগেছে সঙ্গকারার। তাঁর ব্যাখ্যা, “ব্যাটিংয়ের সময় মনে হয় ওর কাছে অনেক সময় রয়েছে। ওর শটের আওয়াজ শুনে মনে হয় বন্দুক থেকে গুলি বেরোল। ব্যাটের সুইংও দুর্দান্ত। স্টাম্পের বাইরের বল খুব ভাল খেলে। শরীরের নড়াচড়াও খুব ভাল। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের শট কী ভাবে উন্নত করা যায় তা নিয়ে সব সময় ভাবে।”

এক বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে সই আহদাদের, শহরে এসেই ডার্বিতে চোখ মরক্কোর স্ট্রাইকারের

বড় ম্যাচের পরের দিন রবিবারই শহরে চলে এসেছিলেন মরক্কোর জাতীয় দলের স্ট্রাইকার হামিদ আহদাদ। মঙ্গলবার এক বছরের চুক্তিতে সই করলেন ইস্টবেঙ্গলের ষষ্ঠ বিদেশি। কর্তাদের আশা, আহদাদ লাল-হলুদ সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করবেন।আক্রমণ ভাগের শক্তি আরও বাড়িয়ে নিল ইস্টবেঙ্গল। মরক্কোর ৩০ বছরের আহদাদ সেন্টার ফরোয়ার্ড এবং উইঙ্গার পজিশনে খেলতে পারেন। আহদাদকে পেয়ে খুশি ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো। তিনি বলেছেন, “আহদাদ মূলত সেন্টার ফরোয়ার্ড হলেও লেফট উইংয়ে খেলতে পারে। অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসাবেও ব্যবহার করা যাবে। গোল করার দক্ষতা দুর্দান্ত। মরক্কো এবং মিশরের একাধিক শীর্ষস্তরের ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আন্তর্জাতিক ফুটবলের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। আহদাদ যোগ দেওয়ায় আমরা লাভবান হব।” লাল-হলুদ শিবিরে যোগ দিয়ে উচ্ছ্বসিত আহদাদও। তিনি বলেছেন, “এই ক্লাব সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। শতবর্ষ প্রাচীন এমন একটা ক্লাবে যোগ দিতে পারা আমার জন্য সম্মানের। আমি জামালেক এফসির হয়ে খেলেছি। ডার্বি কী জিনিস জানি। ডার্বির চাপ, উত্তেজনা সম্পর্কে ধারণা রয়েছে। আশা করি কলকাতা ডার্বিও উপভোগ করব। ডার্বি খেলার অপেক্ষায় রয়েছি। এশিয়ার অন্যতম বড় ডার্বি। ক্লাব এবং সমর্থকদের জন্য নিজের সেরাটা দিতে চাই। যত বেশি সম্ভব ট্রফি জিততে চাই।”

৮ বলে ৫ উইকেট! আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বরেকর্ড

ভারতীয় বংশোদ্ভূত হলেও ভারতের হয়ে খেলেন না তিনি। খেলেন ফিনল্যান্ডের হয়ে। ক্রিকেটে এই অনামী দেশের হয়েই বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন মহেশ। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। মাত্র ৮ বলে এই কীর্তি করেছেন মহেশ।এর আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম ৫ উইকেট নিয়েছিলেন বাহরিনের জুনেইদ আজিজ। ২০২২ সালে জার্মানির বিরুদ্ধে ১০ বলে সেই কীর্তি করেছিলেন তিনি। তার আগে ২০১৭ সালে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১১ বলে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন আফগানিস্তানের রশিদ খান।এস্তোনিয়ায় টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে গিয়েছে ফিনল্যান্ড। সেখানেই তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে মাত্র ৮ বলে ৫ উইকেট নিয়েছেন মহেশ। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৯.৪ ওভারে ১৪১ রানে শেষ হয় এস্তোনিয়ার ইনিংস। একটা সময় ১ উইকেটে ৭২ রান করেছিল তারা। সেখান থেকে এস্তোনিয়ার ইনিংসে ধস নামান ডানহাতি মিডিয়াম পেসার মহেশ।স্পেলের প্রথম ৮ বলে তিনি আউট করেন স্টেফান গুচ, সাহিল চৌহান, মহম্মদ উসমান, রূপম বড়ুয়া ও প্রণয় ঘিওয়ালাকে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচি ৫১তম পর্ব দিয়া চৌধুরীর চিকিৎসার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: রাজ্যবাসী রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল হচ্ছেন। রাজ্যেই বর্তমানে বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা করানো সম্ভব হচ্ছে। রাজ্য সরকার চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নতিতে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ৫১তম পর্বে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে সাক্ষাৎ করতে আসা সাহায্য প্রত্যাশীদের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। সাহায্য প্রত্যাশীগণ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তাদের সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেন। কিল্লা থেকে আসা বিরু জমাতিয়া শ্রমিকের কাজ করে পরিবার প্রতিপালন করেন। তিনি হঠাৎ স্নায়ু রোগে আক্রান্ত হন। মুখ্যমন্ত্রী তার চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে বিরু জমাতিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেন। আনন্দনগরে অর্পিতা শীল এসেছিলেন মুখগহ্বরের জটিল সমস্যা নিয়ে। কল্যাণপুরে মৃদুল চক্রবর্তীর ছেলে তার বাবার ক্যান্সারের চিকিৎসার আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রামনগরের মঞ্জু সেন, এডিনগরের রেখা রাণী দাস ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের পরিবারের বিষয়ে অবগত হন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

আগরতলার বড়দোয়ালির দিয়া চৌধুরীর অভিভাবকগণ আসেন শিশু কন্যাটির পায়ের সমস্যার চিকিৎসার আর্জি নিয়ে। জন্ম থেকেই তার পায়ের সমস্যা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শিশু কন্যাটির সমস্যার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে খোঁজ খবর নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জিবি হাসপাতালের সুপারকে শিশু কন্যাটির চিকিৎসার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য করার নির্দেশ দেন। এছাড়াও বড়দোয়ালির তন্ময় দেব, কমলাসাগরের প্রার্থনা রায়, ফটিকরায়ের মিলন দেববর্মা, অভয়নগরের স্বপন কুমার ভৌমিক প্রমুখ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্যা সমাধানে আশ্বস্ত করেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, জিবি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. শিরোমনি দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আজ এই কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আগরতলার ছিনাইহানির প্রয়াত সঞ্জিত বিশ্বাসের অভিভাবকদের হাতে এসডিআরএফ ফান্ড থেকে ৪ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। উল্লেখ্য, গত ১০ জুলাই জলে ডুবে সঞ্জিত বিশ্বাসের মৃত্যু হয়।

২১ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ আটক মহিলা

আগরতলা, ৬ আগস্ট : গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক মহিলার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২১ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে আমতলী থানার পুলিশ। সাথে ওই মহিলাকে আটক করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আমতলী থানায় খবর আসে মতিনগর এলাকা থেকে মীনা বেগম নামে এক মহিলার বাড়িতে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। সাথে সাথে পুলিশ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে ২১ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ মহিলাকে আটক করে আমতলী থানার পুলিশ! আজ পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাকে আদালতে তোলা হবে বলে জানান আমতলী থানার ওসি পরিতোষ দাস।

একই রাতে তিনটি স্কুলে দুঃসাহসিক চুরি

আগরতলা, ৬ আগস্ট : রাতের আঁধারে ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহর শহরে একসাথে তিনটি স্কুলে দুঃসাহসিক চুরি সংঘটিত হয়েছে। খোদ শহরের উপকন্ঠে রাতের অন্ধকারে বনেদী স্কুলগুলোতে চুরির ঘটনায় শহর জুড়ে তীব্র আতংক বিরাজ করছে।

জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা আশ্রম স্কুল, রাধাকিশোর ইনস্টিটিউট, এবং শ্রীরামপুর স্কুল চুরি সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ। চুরি কান্ডের ব্যাপারে আশ্রম স্কুলের প্রধানশিক্ষক অসীম চক্রবর্তী জানান যে, বুধবার সকালবেলা স্কুলের এক স্টাফ থেকে ফোন পেয়ে স্কুলে এসে দেখতে পান যে, স্কুলের মূল গেইটেই তালা ভাঙ্গা এবং স্কুলের অফিস রুমের সমস্ত গডরেজ ভাঙ্গা অবস্থা রয়েছে। সাথে সাথেই কৈলাসহর থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ স্কুলে এসে ঘটনার যাবতীয় খোঁজ খবর নিয়েছে।

প্রাথমিকভাবে জানা যায় যে, স্কুলের অফিস রুমের আলমারি ভেঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথী সহ কাগজ পত্র নিয়ে যায় চোরের দল। স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর স্বল্পতার কারনে স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কুলের নাইট গাইডকে দিয়ে দিনের বেলায় অফিসের কাজে লাগানো হয়েছে বিগত দুই বছর ধরে। যারফলে বিগত দুই বছর ধরে স্কুলে নাইট গাইড নেই। সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে চুরেরা চুরি কান্ড ঘটিয়েছে। শহর এলাকায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল, রাধাকিশোর ইনস্টিটিউট এবং শ্রীরামপুর স্কুলে চুরির ঘটনায় গোটা শহর এলাকায় তীব্র আতংক বিরাজ করছে। এভাবে শহরের উপকন্ঠে বনেদী স্কুলগুলোতে চুরেরা চুরি কান্ড করায় পুলিশের ভুমিকা নিয়েও বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কেননা, রাতে পুলিশের পেট্রোলিং থাকলে এরকম ঘটনা ঘটতো না বলে শহরবাসীর অভিমত। খোদ শহর এলাকায় এরকম চুরি কান্ড ঘটলে প্রত্যন্ত গ্রামে কিংবা এডিসি এলাকায় কি হবে তা সহজেই অনুমেয় করা যায়।

উল্লেখ্য চলতি সপ্তাহে কৈলাসহরের শ্রীরামপুর এলাকায় মনু সোনামারা এলাকায় রাতের অন্ধকারে দুইটি দোকান চুরি হয়েছে। একের পর এক চুরি কান্ড ঘটলেও পুলিশ নীরব দর্শকের ভুমিকা পালন করছে। সাম্প্রতিক কালে কৈলাসহরের বিভিন্ন এলাকায় চুরি কান্ড ঘটলেও একটি ক্ষেত্রেও পুলিশ সাফল্য দেখাতে পারেনি। দোকান চুরির পর এক রাতে একসাথে তিনটি স্কুলে চুরি কান্ড ঘটায় কৈলাসহর থানার পুলিশের ব্যর্থতাই প্রকাশ্যে এসেছে বলে সামাজিক মাধ্যমে পুলিশের সমালোচনা শুরু হয়েছে।

কমলপুর—খোয়াই জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে কেন্দ্রীয় স্তরে পদক্ষেপ

আগরতলা, ৬ আগস্ট: কমলপুর থেকে খোয়াই পর্যন্ত জাতীয় সড়কের (প্রায় ১২ কিমি) বেহাল অবস্থার বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা, গত ১০ মে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও হাইওয়ে মন্ত্রী নিতিন গড়করিকে এক চিঠির মাধ্যমে বিষয়টি অবগত করেন। উক্ত চিঠির প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গত ২২শে জুলাই এক লিখিত চিঠিতে জানান, সেন্টেল রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিআরআরআই)-র একটি প্রতিনিধি দল ২৩ জুন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত উল্লিখিত রাস্তাটি পরিদর্শন করেছে। পরিদর্শনের ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট আগামী ১৫ই আগস্টের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রককে জমা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নির্দেশে এনএইচআইডিসিএল-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ড. কৃষ্ণা কুমার আগামী ১০ই আগস্ট রাজ্যে আসবেন এবং বিভিন্ন জাতীয় সড়কের নির্মাণ এবং মেরামতের বিষয়ে পর্যালোচনা করবেন। রাজ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প সড়কটির দ্রুত সংস্কারের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এমনকি বিষয়টি নিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কয়েকবার ফোনেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে-কে এই বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে এবং কেন্দ্রীয় স্তরের সঙ্গে সমন্বয়ে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আগরতলায় স্বাধীনতা পালন করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আগরতলায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হবে। সূচি অনুযায়ী ১৩ আগস্ট হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সূর্যোদয়ের পর প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। ১৪ আগস্ট শহর পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আসাম রাইফেলস ময়দান, সার্কিট হাউস সংলগ্ন মূর্তি প্রাঙ্গণ, গান্ধীঘাট, শহীদ স্মৃতিসৌধ সহ আগরতলা শহরে সাফাই অভিযান সংঘটিত করা হবে। এছাড়াও সমস্ত সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও সাফাই অভিযান করা হবে। এছাড়াও এদিন সকল ৬টায় উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে মহিলা ও পুরুষ বিভাগে ওপেন ক্রস কান্টি দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

১৫ আগস্ট ভোর ৫টায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা প্রভাতফেরির আয়োজন করা হবে। সকাল ৭টায় সমস্ত সরকারি অফিস, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, পুরপরিষদ কার্যালয়, গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিল কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এছাড়াও সকাল ৭টায় সচিবালয় প্রাঙ্গণে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। সকাল ৮টায় সার্কিট হাউস সংলগ্ন মূর্তি প্রাঙ্গণে মহাত্ম গান্ধীর মর্মর মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানাবেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু। সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে গান্ধীঘাটস্থিত গান্ধীবেদিতে রাজ্যপাল পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানাবেন। সকাল ৮টা ৩৫ মিনিটে লিচুবাগানস্থিত অ্যালবার্ট এক্কা পার্কে শহীদ স্মৃতি সৌধে রাজ্যপাল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। সকাল ৯টা ১০ মিনিটে আসাম রাইফেলস ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর মুখ্যমন্ত্রী প্যারেড পরিদর্শন করবেন। এরপর মার্চ পাস্টে অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৫টায় আগরতলা টাউনহলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সন্ধ্যা ৬টায় রাজভবনে অনুষ্ঠিত হবে অ্যাট হোম অনুষ্ঠান।

রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হলো গুণগত শিক্ষার প্রসার: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: বর্তমান প্রজন্মকে যদি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত না করা যায় তাহলে সুন্দর সমাজ গড়া যাবে না। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞানী হওয়া যায়। আর প্রকৃত শিক্ষার প্রথম শিক্ষক হলেন মা। পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের অন্যদের সেবা ও সাহায্য করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। আজ আগরতলার বাবা লোকনাথ মন্দিরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে দশ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেন। বাবা লোকনাথ সেবাশ্রম সংস্থার পক্ষ থেকে টি.বি.এস.ই ও সি.বি.এস.ই. পরিচালিত ১৯টি বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির মোট ৯৫ জন ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার প্রসারে রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হলো গুণগত শিক্ষার প্রসার। গুণগত শিক্ষার প্রসারে জাতীয় শিক্ষানীতি রাজ্যে চালু হয়েছে। উচ্চশিক্ষার প্রসারেও ত্রিপুরা বর্তমানে অনেকটা এগিয়ে গেছে। রাজ্যে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, ন্যাশনাল ল কলেজ হয়েছে, এম.বি.বি.এস.-এর সিট বেড়ে হয়েছে ৪০০টি, বি.এস.সি. নার্সিং কোর্সের সিট বেড়ে হয়েছে ৫০টি, চালু হয়েছে ডেন্টাল কলেজ। উচ্চশিক্ষা প্রসারে নেওয়া হবে আরও উদ্যোগ। শিক্ষার পাশাপাশি সঠিক জ্ঞান অর্জন করে ত্রিপুরার নামকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি করার জন্য তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শর্বরী নাথ ও অনুষ্ঠানের সভাপতি বাবা লোকনাথ সেবাশ্রম সংস্থার সভাপতি সঞ্জয় পাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাবা লোকনাথ সেবাশ্রম সংস্থার সম্পাদক অমূল্য ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের কর্পোরেটর রত্না দত্ত।

এসইউসিআইর উদ্যোগে হিরোশিমা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: আজ হিরোশিমা দিবস। এসইউসিআই বটতলায় মানব সভ্যতা ধ্বংসকারী এই অপরাধের বিরুদ্ধে এবং নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে "হিরোসিমা দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে। ৬-আগষ্ট ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পথে আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা শহরে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। আনবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয় এবং শহরটি ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। ৯-আগষ্ট আবার জাপানের আর একটি শহর নাগাসাকিতেও আনবিক বোমা ফেলে ধবংসলীলা চালায় তারা। এই দুই বোমা বিস্ফোরণে তাৎক্ষণিক মৃত্যু ছাড়াও রেডিয়েশনে লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মানব সভ্যতা বিরোধী এই জঘন্য হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী শুভবুদ্ধি সম্পন্ন শান্তিপ্রিয় মানুষ নিন্দায় ফেটে পড়ে। তখন থেকেই ৬-আগষ্ট বিশ্বব্যাপী হিরোসিমা দিবস হিসাবে পালন করা হয়। এস ইউ সি আই (সি) এবছরও এই দিনটি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মানব সভ্যতা ধ্বংসকারী এই অপরাধের বিরুদ্ধে এবং নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে "হিরোসিমা দিবস" হিসাবে পালন করে। বুধবার তারা বটতলায় একটি যুদ্ধ বিরোধী ধর্ণা সংঘটিত করে। তারা দাবি তুলেন, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে আজ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধোন্মাদনা চালিয়ে লক্ষ লক্ষ শিশু, মহিলা সহ নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে। গাজা ভূখন্ডে জিয়নবাদী ইজরায়েল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করছে। সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্ট গাজা ভূখন্ডের অধিবাসীদের এই মর্মান্তিক দুর্দশার প্রতিবাদে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের মানবসভ্যতা বিরোধী ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে যুদ্ধ বিরোধী শান্তিপ্রিয় সকল জনসাধারণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা।

৬ লাখ ৪২ হাজার টাকা ব্যয়ে মুহুরি নদীর কলসি ব্যারেজে ছাড়া হল মাছের পোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা' প্রকল্পের সহায়তায় কলসি ব্যারেজে মাছের পোনা ছাড়া হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বগাফা মৎস্য দপ্তরে। তাই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের জনকল্যান মুখী পরিকল্পনায় প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা' প্রকল্পের অধীনে জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক সহায়তায় ২৩-২৪ এবং ২৪ - ২৫ অর্থবছরে প্রায় ৬ লাখ ৪২ হাজার টাকা ব্যয় করে জোলাইবাড়ী মুহুরি নদীর কলসি ব্যারেজে মাছের পোনা ছাড়া হয়।

মৎস্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, নদীর প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং মাছচাষের সম্প্রসারণে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, জোলাইবাড়ী ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান অশোক মগ, দক্ষিণ জেলা মৎস্য দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর টিকেন্দ্রজিত জমাতিয়া, বকাফা মৎস্য দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক ওয়াটসন রিয়াং সহ এলাকার জন প্রতিনিধি সহ সাধারণ লোক জন উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত সকলে নিজ হাতে কলসি ব্যারেজের উন্মুক্ত জলাশয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা ছাড়েন এবং জানান, প্রায় ২ লক্ষ ৫৯ হাজার মাছের পোনা এই প্রকল্পের আওতায় নদীতে ছাড়া হয়েছে। দক্ষিণ জেলা মৎস্য দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর জানান, "এই পোনা বড় হলে আমাদের ছোট মাঝারি জেলেরা মাছ ধরার মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক উপার্জনের সুযোগ পাবে। এতে করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।" তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যের মৎস্য দপ্তর জেলেদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের প্রকল্প নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি টেকসই মাছচাষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে আশাকর্মীদের ডেপুটেশন

আগরতলা, ৬ আগস্ট : বিগত তিন মাস ধরে কৈলাসহর মহকুমার আশা মাসিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে না। বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে ঊনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন কর্মীরা।

ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন পিয়ালী চক্রবর্তী, শিল্পী দেব, মঞ্জু দেব, ঝুমা দাস সহ আরও অন্যান্যরা। ডেপুটেশন শেষে পিয়ালী চক্রবর্তী জানান যে, বিগত তিন মাস ধরে আশা কর্মীদের মাসিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে না। অবিলম্বে বকেয়া মাসিক ভাতা সহ প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে ভাতা প্রদান করতে হবে। রাজ্য সরকারের ঘোষিত এক হাজার টাকা প্রতি মাসে প্রদান করতে হবে এবং বকেয়া জমাকৃত টাকা এককালিন মিটিয়ে দিতে হবে। বকেয়া ৩৩ শতাংশ ও একশো শতাংশ ইনসেনটিভ অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। কোভিড কালীন সময়ের বকেয়া অতিরিক্ত পারিশ্রমিক সহ স্মার্ট কার্ড এবং আভা কার্ড বিতরনের পারিশ্রমিক অবিলম্বে প্রদান করতে হবে।

এমনকি, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আশা কর্মীদের নিয়মিত করতে হবে এবং আঠারো হাজার টাকা মাসিক বেতন ভাতা প্রদান করতে হবে। মূলত এই পাঁচ দফা দাবিতেই আশা কর্মীরা ঊনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর শিরশেন্দু চাকমার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর শিরশেন্দু চাকমা আশা কর্মীদের জানান যে, আগামী সোমবার আশা কর্মীদের বেতন দেওয়া হবে এবং বাকী দাবী গুলো তিনি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে নেবেন। আগামী সোমবার বেতন না দিলে আশা কর্মীরা কৈলাসহরে বৃহত্তর আন্দোলন করবে বলেও জানায় আশা কর্মীরা। মাসিক বেতন পাওয়ার জন্য আশা কর্মীরা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করার পূর্বে দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছে বলেও জানান আশা কর্মীরা।

শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ফের উত্তাল লালজুড়ি, ছাত্রদের অবরোধে থমকে গেল কাঞ্চনপুর-ধর্মনগর সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর মহকুমার লালজুড়ি এলাকায় ফের শিক্ষক সংকট ঘিরে দেখা দিল উত্তেজনা। বুধবার সকাল ১০টা থেকে লালজুড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রী রাস্তায় নেমে আসে। শিক্ষক নিয়োগের দাবি তুলে তারা কাঞ্চনপুর-ধর্মনগর সংযোগকারী ব্যস্ততম সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে।

অভিযোগ, বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞান, গণিত এবং ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক নেই। ফলে পড়াশোনায় মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। এই সমস্যার কথা একাধিকবার প্রশাসনকে জানানোর পরও কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষোভ।

প্রসঙ্গত, নয় মাস আগেও একই দাবিতে এই পথেই অবরোধ হয়েছিল। তখনও কর্তৃপক্ষ শিক্ষক নিয়োগের আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। এদিনের অবরোধের ফলে কাঞ্চনপুর-ধর্মনগর সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি কর্মী থেকে সাধারণ যাত্রীসবাই চরম দুর্ভোগে পড়েন। সড়কের দুই পাশে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান কাঞ্চনপুরের বিদ্যালয় পরিদর্শক সঞ্জয় দেববর্মা। তিনি ছাত্রছাত্রীদের বোঝানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। বিক্ষোভকারীরা জানিয়ে দেনশুধু আশ্বাসে আর তারা সন্তুষ্ট নয়, চাই বাস্তব পদক্ষেপ। অবশেষে দুপুর ১টা নাগাদ ধর্মনগর থেকে আসেন জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক পী রঞ্জন ত্রিপুরা। লিখিত আশ্বাস দিলে তবেই ছাত্রছাত্রীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে। তবে বারবার শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ছাত্রসমাজকে পথে নামতে হওয়া নিয়ে উঠছে বড় প্রশ্ন। কেন সরকারি বিদ্যালয়ে একের পর এক শিক্ষক সংকট দেখা দিচ্ছে? কেন শিক্ষার মতো মৌলিক বিষয়ে এত উদাসীনতা প্রশাসনের? আশ্বাস কি কেবল সময়ক্ষেপণের একটি কৌশল মাত্র? কাঞ্চনপুরের বুদ্ধিজীবী মহলের আশঙ্কা, প্রশাসন যদি এবারও দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে এই আন্দোলন আরও বৃহৎ রূপ নিতে পারে।

সিপাহীজলা চিড়িয়াখানায় নজিরবিহীন কাণ্ড মহিলা পর্যটকের স্বর্ণের চেইন ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: সিপাহীজলা চিড়িয়াখানার ভেতরে নজিরবিহীন কান্ড ঘটে গেল। গত রবিবার সিপাহীজলা চিড়িয়াখানার ভেতরে এক মহিলা পর্যটকের গলা থেকে স্বর্ণের হার ছিনতাই করে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। মহিলা পর্যটকের বাড়ি নলছড় এলাকায়। মহিলার স্বামীর নাম বিপ্লব দেবনাথ। চিড়িয়াখানার ভেতরে অজগর সাপের এন ক্লোজারের কাছে যখন তারা আসে তখন পেছন থেকে দুই যুবক মহিলার গলার স্বর্ণের হার ছিনতাই করে গভীর জঙ্গল দিয়ে চিড়িয়াখানার বাউন্ডারি ডিঙ্গিয়ে আড়ালিয়া এলাকার দিকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি গোপন রেখেছে বলে অভিযোগ। কিন্তু সংবাদ প্রতিনিধির কাছে বুধবার সকালে খবর চলে আসে। সেই মহিলা পর্যটকের স্বামী বিশালগড় থানায় মামলা করেছে। বিশালগড় থানার পুলিশ গতকাল দুপুরে চিড়িয়াখানায় এসে সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছে।

পুলিশ এবং চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ তদন্ত করছে ছিনতাইকারীদের সনাক্ত করতে।

চিড়িয়াখানা স্থাপিত হওয়ার পর এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি বলতে গেলে ইতিহাস সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন সিপাহীজলা চিড়িয়াখানা অধিকর্তা সিদ্ধার্থ দেববর্মা। যদিও অল্প কিছুদিন হয়েছে তিনি সিপাহীজলা চিড়িয়াখানায় অধিকর্তা হিসেবে এসেছেন। সিপাহীজলা চিড়িয়াখানার ভেতরে মহিলা পর্যটকদের কোন ধরনের নিরাপত্তা নেই। তারা নিরাপত্তাহীন এই ঘটনায় প্রমাণিত। অধিকর্তা বলেছেন সিপাহীজলা চিড়িয়াখানায় কোন পুলিশি নিরাপত্তা নেই। মৌসুমে যখন পর্যটক বেশি হয় তখন পুলিশ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে চিড়িয়াখানা ইনচার্জ অর্থাৎ কিউরেটর প্রানতোষ দাস এর দায়িত্ব এবং কর্তব্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

চাকমাঘাটে দুর্ঘটনায় মৃত্যু মিহিরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক সংগঠন কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক সংগঠন কংগ্রেসের উদ্যোগে যান দুর্ঘটনায় নিহত মিহির দেবনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়েছে। তার এই অকাল প্রয়াণে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করে তার শোকাহত পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে সংগঠন।

সংগঠনের চেয়ারম্যান শান্তনু পাল বলেন, চাকমাঘাট থেকে আগরতলাগামী সিমেন্ট বুঝাই লড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে প্রায় ৭ ঘন্টা জীবন সংগ্রামের লড়াই করার পরলোক গমন করেন গাড়ির ভেতরেই আটকে থাকা গাড়ির চালক মিহির দেবনাথ। এই ঘটনাটি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সরকারের প্রশাসনিক গাফিলতির কারণে কিভাবে একটা নিরপরাধ গরিব গাড়ির চালককে তার প্রাণ হারাতে হয়। এই ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ঘটনা। এই গাড়ির চালকের মৃত্যুর ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ক্রমে যাদের গাফিলতির কারণে এই মৃত্যু তাদের প্রতি রাজ্য সরকারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন তিনি।

বড়সুরমা তহশীল পাড়া শিব মন্দিরে বিশেষ পূজার্চনা, উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়িকাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৬ আগস্ট: শ্রাবণ মাসের পবিত্র দিনে সুরমা বিধানসভার বড়সুরমা তহশীল পাড়া শিব মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালেন স্থানীয়রা। বুধবার শ্রাবণ মাসের পবিত্র দিনে সুরমা বিধানসভার বড়সুরমা তহশীল পাড়া শিব মন্দিরে বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল সহ অগনিত ভক্তরা পদ যাত্রার মাধ্যমে দুই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ধলাই নদী থেকে গঙ্গার জল সংগ্রহ করে পুনরায় শিবের মাথায় জল ঢালেন। এদিন বড়সুরমা তহশীল পাড়া শিব মন্দির উপস্থিত ছিলেন বেনারস থেকে আগত মহারাজ গৌতম মিশ্রজী, পন্ডিত লিটন মিশ্রজী। সন্ধ্যায় শুরু হয় মহা যজ্ঞ ও ধর্ম মূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas